মানময়ী বয়েজ্ স্কুল

প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৭

প্রিণ্টার – শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্‌জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
• ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা •

মানময়ী বয়েজ্ স্কুল

—চরিত্র—

দামোদর চৌধুরী	..	বাবুলাহাটির জমিদার
মানময়ী	...	জমিদার পত্নী
চপলা	...	জমিদার কন্যা
রাজেন	...	স্কুলের সেক্রেটারী
মানস	...	গার্লস্ স্কুলের শিক্ষক
নীহারিকা	...	শিক্ষকের স্ত্রী
অশেষ	...	বেকার যুবক
সুধীর	...	অশেষের বন্ধু

কানাই, হারু, খট্‌মট্‌, বামী, তিলক,

রাজুর মা, ঝুলন প্রভৃতি

সেই চাঞ্চল্যকর উপন্যাস দু'খানি

এই

লেখকেরি লেখা—

১। বাস্তবের দু'পৃষ্ঠা— ১॥০

২। 'যে ফুল না ফুটিতে'—১৲

মানময়ী বয়েজ্ স্কুল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দামোদর চৌধুরীর ড্রয়িং-রুম ; রাজেন একা বসে গুচ্ছের কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া করছিল ; সামনের টেবিলে পর্ব্বতপ্রমান কাগজ-পত্র, ফাইল, দৈনিক দু'চার খানা সংবাদ-পত্র ; সামনের খোলা একটা জানলা দিয়ে বাগানের ও বাগান-বাটীর সম্পূর্ণ দৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে।]

রাজেন। ঐ যে কী একটা যথার্থ প্রবাদ আছে না—বারো বছর মাষ্টারী করলে যথার্থ কোর্টে আর সাক্ষী নেয় না ওটা সত্যি—কিন্তু একটা লেজুড় দিতে ওরা ভুলেছে—মেয়েদের ইস্কুলে সেক্রেটারিগিরি করলে যথার্থ তাকে তখন আর ছারপোকা কামড়ায় না—সে নিজেই তখন যথার্থ একটা ছারপোকার ডিপো হয়ে যায়—! নাঃ—আর পারিনে—মাথাটা যেন কেমন কেমন করছে! একটা—(বিড়ি একটা ধরিয়ে নিলো—একবার ধোঁয়া ছাড়লো—

কিছু নাক দিয়ে, কিছু মুখ দিয়ে)—আঃ—! কী জিনিস! একটা যেন মৃতসঞ্জীবনী সুধা! সেকালে—এই যে? কী খবর যথার্থ—

(খট্‌মট্ সিংএর প্রবেশ)

খট্‌মট্। দিদিমণিকে খুঁজতে আছি; তিনি হাছেন?

রাজেন। কেন? যথার্থ তাকে এই সকালে—কে ডাকে? কর্ত্তা-মা—?

খট্‌মট্। নাহি, মাষ্টার সাহেব তাঁকে ডাক্‌তা—আছে। তিনি হাছেন ইখানে সিক্রিটারি বাবু?

রাজেন। হাঁ—যথার্থ হাছেন! এই আমার ট্যাঁকে আছেন! দেখগা এতক্ষণ যথার্থ পৌঁছে গেছেন শিব-মন্দিরে!

(খট্‌মট্ প্রস্থানোদ্যম)

আচ্ছা সিংজি—শোন একবার এদিকে!—এই নাও বিড়ি খাও দিকি, আচ্ছা দেখো,—একটা কথা—(একটু কেশে নিলো, দরজার দিকে একবার তাকিয়ে—)

এই একটু উপকার করতে পারেগা, তোমাকে আমি কর্ত্তাবাবুকে বলে মাইনে দেড়া বাড়িয়ে দেগা—যথার্থ একটু সামান্য উপকার—থোড়া!

(খট্‌মটের গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটুক্‌রো হাসি রাজেনের গায়ে ছিট্‌কে পড়লো।)

পারেগা—না ?—এখন এই টাকাটা লেও—! এটা যথার্থ আপাততঃকা বক্‌শিষ্‌! (সিং সেটাকে পাগ্‌ড়ীর এক কোণে গুঁজে রাখলো)

খট্‌মট্‌। কেয়া হুজুর! আপ্‌কা ওয়াস্তে—

রাজেন। সে কী আমি জান্‌তা নেই—তুমি আমাকো যথার্থ কতো ভালবাস্‌তা হায়—হ্যাঁ, তা শ্বাখো—(দরজার দিকে তাকিয়ে) এই একটু এবাড়ীর দিদিমণিকে চোখে চোখে রাখেগা—অর্থাৎ মাষ্টারের সঙ্গে কী অভিসন্ধি লেকে ঘুরতা হায়—কোন কিছু সন্দেহজনক কাজ করতা হায় কি না? —বুঝতে পারা হাম্‌কে, যথার্থ বলবার অর্থ—আর—

খট্‌মট্‌। তোবা, তোবা! বাচ্চা মাই হামার দেবী হাছে—হামি উসব পারিবে না—

রাজেন। দেবী হাছে! তোমার চোদ্দপুরুষের দেবী হাছে, একেবারে সতীর দ্বিতীয় সস্তা সংস্করণ আছে! নাঃ—মেয়ে-জাতকে নিয়ে আর যথার্থ পারা গেল না, পুরুষ দেখলেই যেন ক্ষেপে যায়—আর ঐ মাষ্টার ব্যাটা—যথার্থ যেন রাস্তার কুকুর—ভেবেছিলাম যথার্থ বাঁচালে—নাঃ—হদিস্‌ পাওয়া—যথার্থ—কে—? তিলক—! যথার্থ একটু শোন এদিকে—বিশেষ কাজ—

(তিলকের প্রবেশ)

তিলক। কী বাবু!

রাজেন। দেখো—দৌড়ে যাও দেখি মাষ্টারের বাড়ী—বুঝলে যথার্থ! গিয়ে দিদিমণিকে—এই বাড়ীর দিদিমণিকে—একবার চট্ করে ডেকে দাও দেখি—বল কর্ত্তাবাবু এক্ষুনি একবার ডাকছেন—এক্ষুনি—এক্ষুনি! বুঝলে!—দৌড়ে যাও—এই একটা বিড়ি নাও—খেও।

তিলক। আচ্ছা বাবু! (প্রস্থান)

রাজেন। একটা সামলাতেই প্রাণ যথার্থ ওষ্ঠাগত—আবার দুটো। এবারই কৈ ভাজা হতে হবে, ইচ্ছে হয় দিই ছেড়ে-ছুড়ে সব, যাই চলে সদরে, যথার্থ চোখের ওপর না দেখলে—কিন্তু প্রাণটার মধ্যে যেন কেমন টন্ টন্ করে ওঠে—কেষ্ট ছাড়া কী—যথার্থ—! কর্ত্তার বাহাত্তুরেতে ধরেছে যথার্থ এই পঞ্চান্ন বছর বয়সেই! আবার আর একটা ইস্কুল! অতোগুলো ছেলে নিয়ে কাণ্ড—এতো একটার সঙ্গে তবুও যুঝেছিলাম,—কিন্তু এতোগুলো—! তার আজকালকার ছেলে—পেট থেকে পড়েই যথার্থ মেয়ে দেখে জিব দিয়ে জল পড়ে,—যথার্থ কুশিক্ষা,—আধুনিক—

(নেপথ্যে) বাবা, আমায় ডাক্‌ছিলে—কেন বাবা—আমি যে মেশোর সঙ্গে—

(চপলার প্রবেশ)

রাজেন। হুঁ—মেশো—! যথার্থ রক্তচোষা মশা!

চপলা (ঘরে ঢুকে) রাজুদা—বাবা কৈ—আমাকে ডাকছিলেন?

আমার ক্যারম্ খেলাটা মাটী হ'লো—তাড়াতাড়িতে queenটা মেশো pocket করলো—কোথায় বাবা—রাজুদা ? ওপরে ? যাই—

রাজেন। চপল—তুমি এসেছ চপল ?—

চপলা। আবার অমনি করে চেয়ে আছেন—আমার সত্যি হাসি পায়—যেন পাগল, যাই বাবাকে খুঁজে দেখি—

রাজেন। চপল—শোন শোন যথার্থ যেও না—কর্ত্তাবাবু এই এক্ষুনি পায়খানায় গেলেন—তোমাকে একটু বসতে বলে গেছেন—

চপলা। পায়খনায়—তবেই হয়েছে—কাগজ নিয়ে গিয়েছেন নাকি—তবেত ঝাড়া—ঝাড়া একঘণ্টা—ওদিকে মেশো queenটা—

রাজেন। তোমার মেশো যথার্থ অঙ্কের queen-এর ওপর বড় চোখ দেয়—আমার queenটাও—

চপলা। হেরেছিলেন—ত ? মেশোয়কে কেউ হারাতে পারে না—যে টিপ্—ঠিক লাগে—

রাজেন। ঠিক বলেছ—ভীষণ টিপ, ঠিক লেগে যায়—ঐ তো ভয় ! তা তুমি যথার্থ বসো না !

[চপল একটা সোফার বসলো—রাজেন নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে পাশে বসলো একটু ঘেঁসে। হাওয়ায় চপলার খোলা চুল থেকে কয়েকটা চুল উড়ে এসে রাজেনের গায়ে পড়লো—রাজেন চট্ করে দু'গাছা চুল তুলে নিয়ে একটা চুমু খেলো—নিমেষে, নিঃশব্দে।]

চপলা। (হেসে ফেলে) ওকী করেন! আপনি হাসালেন—হাসালেন রাজুদা, পাগল হলেন নাকি—

রাজেন। পাগল! যথার্থ তুমিই আমায় পাগল করবে—হাঁ। তোমার চুলগুলো শুঁকছিলাম—কী তেল মাখো—চপল—চুল তো নয়, যেন একঝাড় কালো মল্লিকা—

চপলা। আচ্ছা রাজুদা, বাবা নাকি আর একটা ইস্কুল খুল্‌ছে—ছেলেদের, বেশ হবে কিন্তু তাহ'লে, না? দেখবো কোন্ ইস্কুল বেশী—

রাজেন। (স্বগত) ছেলের নামে জিবে জল আসে—কেন আমি কী—! কী মেয়ে রে বাবা! গেঁয়ো যোগি—

চপলা। কী, চুপ করে চেয়ে রইলেন যে—আচ্ছা আমার মুখে কী আছে যে অমন কোরে—গ্রহণ লেগেছে?

রাজেন। গ্রহণ? যথার্থ তাই! তোমার মেশোর ছায়া পড়ে'—আচ্ছা চপল—তুমি আমাদের বাড়ী আর যাও না কেন? —মা নারকেলের নাড়ু করে—(পকেট হাতড়িয়ে) এই তোমার জন্য নিয়ে এসেছি, খাও না চপল—আচ্ছা তুমি হাঁ করো আমি টপ্ করে—

চপলা। (হেসে উঠে) ওমা, কোথায় যাবো! পকেটে নাড়ু ঠেসে এসেছেন? দেখুন কী বিশ্রী দাগ—ছিঃ ছিঃ, আপনি কী রাজুদা?

রাজেন। তা—হ্যাঁ—না—তা খাবে না? খাও না একটা! আমি না খেয়ে যথার্থ তোমার জন্যে—

চপলা। না আমি নাড়ু খাইনে—বাঃ কী সুন্দর ফুলগুলো! (একটা এলো খোপা জড়িয়ে ভেস্ থেকে একটা ফুল তাতে গুঁজে দিলো)—আমি যাই—বাবা আস্‌লে বলবেন —বুঝলেন—?

রাজেন। (নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে—বিহ্বল চোখ) (স্বগত) দিন দিন চপল যথার্থ আগুনের ডালি হচ্ছে—না বুকটার মধ্যে যথার্থ—(প্রকাশ্যে) যাবে? তা—একটু কাছে এসো না যথার্থ—(হাত বাড়িয়ে চপলার সাড়ীর আঁচল ধরতে গেলো, চপলা লীলায়িত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল—)

চপলা। (যেতে যেতে) ধ্যেৎ—আপনি বড়—(নেপথ্যে শোনা গেল 'নমো হে নমো—' যাবার সময় মাথার ফুল পড়ে গেল)

রাজেন। (তাড়াতাড়ি ফুলটা কুড়িয়ে নিয়ে—) ফুলটা যেন তারই দেহের যথার্থ টুক্‌রো (বুকে চেপে ধরলো—চোখ দুটো বুঁজে)—আঃ—চপল—চপল—বুকটা যেন জুড়িয়ে গেল—ব্যথা—বড় ব্যথা—যথার্থ—

(দামোদারের প্রবেশ)

দামোদর। এই যে রাজু (রাজুর চমক ভাঙ্গল—তাড়াতাড়ি বুক পকেটে লুকিয়ে) কী বিড়্ বিড়্ করছিলে—কিসের ব্যথা?—তা—

রাজেন। এই দেখুন না একটা হিসাব কেরাণী বেটা যথার্থ

ভুল করে বসেছে, তাছাড়া—যথার্থ আমার সেই অম্বলের ব্যথাটাও—

দামোদর। তাই নাকি? তা এক্ষুনি—ওরে ও তিলক, দু'গেলাস লেবুর সরবৎ দিয়ে যাতো—সরবৎ খাও দেখি—ব্যথা চোঁ চোঁ করে নেবে যাবে 'খন।—হ্যাঁ, তারপর এদিকের—

(ইতিমধ্যে তিলক সরবৎ দিয়ে গেল)

(এক ঢোক খেয়ে) আঃ— : হ্যাঁ—কী যেন বলছিলাম—ও— : —এদিকের খবর কী! মাষ্টারের বিজ্ঞাপন দিয়েছ? কোন্ কাগজে দিলে—কী দিলে দেখি—কাপি আছে ফাইলে? দেখি—

(দামোদর আর এক ঢোক সরবৎ খেয়ে, চোখ বুঁজে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন)

রাজেন। যথার্থ সব ঠিক হয়ে গেছে—আনন্দবাজারে দিয়েছি—যথার্থ largest circulation অর্থাৎ কিনা, বেকার মহলে চায়ের টেবিলে ওই কাগজটারই সবচেয়ে বেশী যথার্থ—হ্যাঁ দেখুন, একটু idea এঁচেছি—এই আমাদের মানস মাষ্টারকে boys' schoolএ দিন বদলি করে'—যথার্থ যে যার দলে থাক—দল ছাড়া হ'লে মাথাটা একটু বিগ্‌ড়ে যায়—তা ছাড়া—মেয়েরা সব আস্তে আস্তে যুবতী হয়ে উঠছেন—একবার কানা-ঘুষা সুরু হ'লে ইস্কুল একেবারে একদিনে যথার্থ খালি—পাড়াগাঁ—

দামোদর। সে পরে ভেবে দেখা যাবে—তার এখনো সময় আছে। কৈ কী বিজ্ঞাপন দিলে দেখি—সেবারে তো তোমার বুদ্ধিতে এক লেজুড় দিয়ে—কী বিপদ! এবার—

রাজেন। আজ্ঞে—না না, ফাইলটা ভুলে এসেছি—তা নইলে, কাল সকালে আপনাকে—হ্যাঁ এবার একেবারে যথার্থ ভেড়ার পালের মতো—শুধু,—একটুখানি—

দামোদর। আবার কিছু বাধিয়েছ নিশ্চয়ই—নাঃ তুমিই ইস্কুলটাকে ডোবাবে রাজু—কী কীর্ত্তি করেছ শুনি—? প্রথমেই বাধা—নাঃ তোমাকে দিয়ে চলবে না রাজু,—

রাজেন। যথার্থ চলবে। আমি না থাকলে এদ্দিনে সব তো লোপাট হ'য়ে যেতো! মাষ্টারের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে একটু condition অর্থাৎ লেজুড়—এই সামান্য—apply with the photo of the wife.

দামোদর। নাঃ তুমি, তুমিই ডোবাবে রাজু! জানুয়ারী এসে পড়লো, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিন পর্য্যন্ত বলে এসেছি—আর তুমি তার মাঝে প্যাঁচ করছো—আমার মুখ ডোবাবে—ইস্কুলও। ফটো ফটো—আরে সবার কী আর স্ত্রীর ফটো থাকে, এই তো গিন্নীর—

রাজেন। আজ্ঞে—আধুনিক যুগ—যথার্থ স্ত্রী হবার আগে থেকেই ছেলেদের পকেটে একখানা ফটো—আর একখানা ছোট্ট চিরুনি যথার্থ সব সময়—এক টাকায় আটখানা—নানা ভঙ্গীতে—এটা আপনাদের যুগ দিয়ে—

দামোদর। আচ্ছা তা না হয় বুঝলাম—কিন্তু ফটো দিয়ে তুমি কী করবে—নাঃ তোমাকে বোঝা দায়—

রাজেন। আজ্ঞে ওটা একটা Safety—অর্থাৎ কিনা—একটু যথার্থ নিশ্চিন্ত থাকা যায়। (স্বগত) যথার্থ কচু হয়—সেবারও তো—, এখনো তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়নি—মাষ্টার এখনো চপলার—আর হারু,—বাসার চাকর যথার্থ—

দামোদর। নিশ্চিন্ত! আরে চিন্তার তোমার কী আছে—আরে তার স্ত্রী থাক্—চাই না থাক্, তাতে আমার কী? বরং unmarried আনলে মন দিয়ে পড়াতো—আর এতো মন পড়ে থাকবে তার বাড়ীতে—ফাঁকি দেবে, প্রত্যেক শনিবারে,—নাঃ তুমিই ডোবাবে রাজু, তোমার বাধা,—

রাজেন। আজ্ঞে unmarried কেন—যথার্থ চিরকুমার আসুন না, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খুলবেন কিনা—তাই। এবার একটা আইন হয়েছে—

দামোদর। তোমার আইনের নিকুচি করেছি—কৈ দেখি—

রাজেন। (স্বগত) নাঃ বুড়ো জ্বালালে দেখছি (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে সবে Assemblyতে পাশ হয়েছে এখনো ছাপা হয়নি কাগজে যথার্থ—

দামোদর। তোমার মাথা যথার্থ—দেখি কী হয়। তা এখন যাক্—কেমন দালান হয়েছে নতুন ইস্কুলের—দেখেছ?—যেন একেবারে কোলকাতার—

রাজেন। আজ্ঞে যথার্থ—কী সুন্দর বাড়ী—কিন্তু—

দামোদর। নাঃ তুমিই ডোবাবে রাজু, সবতাতেই কিন্তু—কী কিন্তু শুনি।

রাজেন। আজ্ঞে এটার দোতলার ওপর থেকে মেয়েদের ইস্কুলের ভেতরটা সব একেবারে—দু'দিকেই বাড়ন্ত বয়স, পড়াশুনা ছেড়ে দু'দিক হাঁ করে—আজকাল আবার মাষ্টার মাষ্টারনী বড্ড—কাগজে পড়ি—

দামোদর। নাঃ এই কাগজই দেশটাকে ডোবাবে—আচ্ছা আস্তে আস্তে না হয় মেয়েদেরটাও দোতলা—

রাজেন। আজ্ঞে তা হ'লে যথার্থ—খু খুষ্টান, কী যে হবে—আর বেটা বদন সরকার তো পত্রিতাড়ি গুটোলে বলে'—ওর যথার্থ চক্ষু একেবারে ছানাবড়া—ওর ইস্কুল open করলে ও নিজে, আপনার করবে স্বয়ং জেলার—আর করবে না যথার্থ—মানস মাষ্টার যে ইংরেজি—ঐ ওঁরা এসে পড়লেন—

(মানস, নীহারিকা ও চপলার প্রবেশ)

দামোদর। আরে নাতবৌ এসো এসো—বসো সকলে, ওরে তিলক, তিন কাপ চা—

মানস ও নীহারিকা। (একত্রে) না না, এই বেলায়—

মানস। বরং তিন গেলাস সরবৎ দিয়ে যা তিলক।

দামোদর। হুঁ হুঁ—ওর মতো জিনিস নেই, এই তো একটু আগে,—কী রাজু বুকের ব্যথা নেমেছে—না? নামতেই হবে—

রাজেন। আজ্ঞে যথার্থ! তবে এঁরা আসার পর থেকে আবার যেন একটু টন্ টন্ করছে (সতৃষ্ণ চোখে চপলার দিকে চেয়ে)

চপলা। আচ্ছা বাবা, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন? আমার ক্যারাম খেলাটা—

রাজেন। (স্বগত) অ্যাঁ—হ্যাঁ—ছিঁছ্কাঁদুনি ছুঁড়ি—ডোবালে দেখছি—

দামোদর। কৈ না তো মা—তোমাকে তো—

(তিলকের প্রবেশ)

তিলক। (সরবৎ পরিবেশন করে') দিদিমণি—কর্ত্তা-মা এক্ষুনি ডাকছেন, কী কথা আছে—

চপলা। যাই। (প্রস্থান)

রাজেন। উঃ! ওরে তিলক সরবৎ দে—ব্যথাটা আবার—

দামোদর। তারপর মাষ্টার, ইস্কুল বিল্ডিং কেমন হয়েছে—রাজু বল্ছে তোমাদেরটাও দোতলা করে দিতে, তা না হ'লে নাকি মেয়েদের দেখা যাবে—যুবতী মেয়েরা—হাঃ হাঃ, ওরা আবার যুবতী—এই তো চপলা, ছেলেমানুষ—কী বলো?

মানস। নিশ্চয়ই—ওতো একেবারে—

রাজেন। (স্বগত) হুঁ, একেবারে—তোমার মাথা, তাই তো দিনরাত,—

দামোদর। নিশ্চয়ই—আরে গিন্নীকে যখন নিয়ে এলাম তখন ওঁর বয়স সাত—একেবারে ছেলেমানুষ, প্রেমালাপ দূরে থাক, রাতে আমার গলাটা জড়িয়ে সে কী কান্না,—সর্দি হ'লে নাক দিয়ে তখনো—হাঃ হাঃ, কখন যে তিনি যুবতী হলেন সে তো পাত্তাই পেলাম না,—তাই না এখন নাতবৌকে দেখে, গিন্নীকে তালাক্—

(মানময়ীর প্রবেশ)

মানময়ী। আবার গিন্নীর কী চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা হচ্ছে শুনি—

দামোদর। আরে এসো এসো—আচ্ছা গিন্নী তুমি কী কখনো যুবতী হয়েছিলে? আমার তো মনে পড়ে না—এই নাতবৌএর মতো, এই ভরা গাল, ভরা শরীর—হাঃ হাঃ হাঃ—

মানময়ী। কী যে বলো ছেলেদের সামনে। তোমাকেই কী ছাই যুবক হতে দেখেছি—এই নাতীর মতো—

নীহারিকা ও মানস। (একত্রে) দাদামশায় এইবার জব্দ—আর বলবেন—?

দামোদর। আচ্ছা, আচ্ছা সে পরে হবে 'খন। এখন একটু পরামর্শ করি সকলে, এসো দেখি। শুনেছ মাষ্টার—মাষ্টারের জন্যে তো বিজ্ঞাপন দিয়েছি—আরে তাতে রাজু আবার লেজুড় দিয়েছে—নাঃ তুমি ডোবাবে রাজু,—কী লেজুড়টা বল না ছাই।

রাজেন। আজ্ঞে, apply with the photo of the wife—
এতে—

দামোদর। শুনলে তো? আচ্ছা বলো তো এতে কী মাষ্টার মিলবে—গিন্নীর তো ফটো নেই—বল্লে বলতেন, তোমার থাকলেই হলো—ঐ তো বুকে মিশে আছি—

মানস। তা তো ঠিকই বলেন দিদিমা—তা দাদামশাই মাষ্টার যথেষ্ট মিলবে।

দামোদর। মিললেই বাঁচি। জানুয়ারী তো এসে পড়লো—তোমাদের বেলাতেও রাজুই দিলে এক লেজুড—ফলে দেরী হলো যথেষ্ট। আরে বাংলাদেশে কী গ্র্যাজুয়েট স্বামী-স্ত্রী পাওয়া যায়—কপালগুণে তোমরা—

(নীহারিকা ও মানস পরস্পর তাকিয়ে একটু হাসলো)

নীহারিকা। না দাদামশাই—জুটবে—স্ত্রীর ফটো আর এমন দুর্লভ কী—বিয়ের আগে থেকেই—

রাজেন। যথার্থ বলুন দেখি—আমিও এই কথাই বলেছিলাম—না দেখুন—আমি যাই—অফিস-রুমটা একটু দেখে শুনে—আর তা ছাড়া শরীরটাও বিশেষ—

(প্রস্থান)

নীহারিকা ও মানস। (একত্রে) আমরাও উঠি দাদামশাই—বেলা হয়েছে!

দামোদার। নাতবৌ উঠেছে কী—অমনি কাছায় টান্—

(নীহারিকার চিবুকে হাত দিয়ে) একটি শিশু-দেবতা এলে আর তোমার টানে কিছু হবে না নাতবৌ—

নীহারিকা। ধ্যেৎ— (প্রস্থান)

দামোদর। চল আমরাও যাই—এ ঘরে কী আর থাকা যায়— আলো তো নিভে গেল—

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পার্কের সামনে, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ওপর, চারতলায় একটা মেসের ঘর। ঘরে ছুটো সিট, ছু'জনেই বন্ধু—অশেষ চক্রবর্ত্তী, এম-এ পাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। গরীব, এবার পাশ করে সম্প্রতি বেকার। চারটি টিউশনি করে চলে। অপরজন ধনী, কাটিহারে বাপ বড় চাকুরে—জমিদারীও আছে। ছেলে অতি আধুনিক—প্রেমিক, কোলকাতার নামজাদা মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত, প্রায়ই একসঙ্গে সিনেমায় দেখা যায়। ঘরের দৃশ্য মামুলী—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিস-পত্র— মেসের চির-প্রসিদ্ধ বর্ণনা]

অশেষ। (একা বসে একখানা বই পড়ছিল) নাঃ—রবিবারটা একেবারে মাঠে মারা গেল দেখছি—যাই একবার সিনেমা ঘুরে আসি—দ্যুত্—পয়সা—পয়সা করেই জীবনটা যাবে দেখছি—যাক্! এতো নিরামিশ আর পারা যায় না—ঐ তো সুধীরটা, দিব্যি আছে—মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি—যেন

পাশার হাড়—দু'হাতে চট্‌কাচ্ছে—আর আমি—এক মা ছাড়া বোধ হয় মেয়েমানুষের গা ছুঁইনি কখনো—মার গোলি! আজ যাব সিনেমা—যাক্ একটা টাকা—ওরে—কানাই—কা—নাই!

(নেপথ্যে—"যাই বাবু—")

যাই বাবু না বাবা—একটু তাড়াতাড়ি এসো দিকি—ছটা বাজে!

(কানাইএর প্রবেশ)

কানাই। কী বাবু?

অশেষ। ওরে ছাখ্—এ তিনটে পয়সা নে—এই নীচেই ছাখ্ রাস্তার ওপর মুড়ি বিক্রী করছে—দেখেছিস্—? ঐ শোন্—(নেপথ্যে—"গরম—মুড়ি—") ঐ—এক পয়সার মুড়ি নিবি—দু'পয়সার চা—ঐ উড়ের দোকান থেকে আনিস—বলিস একটু বেশী দিতে—বরং এই বড় কাঁচের গেলাসটা নিয়ে যা—। বুঝলি—সব? যা যা বললাম?

কানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ বুঝেছি। (প্রস্থানোদ্যম)

অশেষ। আর ছাখ্—এই নে—এক পয়সার বিড়ি নিস—দুটো চেয়ে নিস্—বুঝলি—বেটা নিজেদের বেলা—

কানাই। দিতে চায় না বাবু—বলে লাভ থাকে না—

(প্রস্থান)

অশেষ। না, লাভ থাকে না—এম্-এ পাশ না করলে একটা বিড়ির দোকানই—

সুধীর। (হঠাৎ ঘরে ঢুকে—) বিড়ির দোকান দিবি নাকি? তা আর দেবে না? গায়ের রক্ত জল করে এম্-এ ফার্ষ্ট ক্লাশ পেলে—এখন—একটা M. A. & Co.—বিখ্যাত মোহিনী বিড়ি? কী বলিস্—? তোরাই—দেশটাকে ডুবালি!

অশেষ। যা যা—লেক্‌চার্ দিস্ না—বাপের পয়সা আছে কিনা? দুনিয়াটাকে রঙ্গীন দেখছ! হাতে ওটা কীরে—? দেখি—

সুধীর। উঁহুঁঃ—বিড়িওয়ালার কপালে জোটে না—একটা চীজ্!

অশেষ। চীজ্ ছাড়া তো তোর বোলই ফোটে না, কোত্থেকে জোটালি? (সুধীরের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে—) ও বাবাঃ সত্যি তো! চীজ্‌ই বটে! (একটা চুমু খেয়ে—) তোর—

সুধীর। (কেড়ে নিয়ে) দিলি তো এঁটো করে—রাস্তায় ছিলুম বলে আমি এখনো বউনি করিনি—আর তুই ব্যাটা বিড়িওয়ালা—

অশেষ। বিড়িওয়ালা কোলকাতার ঐ রকমই—(হাসে) কোন্ বান্ধবী বাবা—! বেড়ে-এ ফটো তুলেছে তো—হ্যাঁরে গায়ে এটা ব্লাউজ্—? বাদ্‌ছাদ্ দিয়ে যেন পাঞ্জাবীর একটা পকেট—কিন্তু চেহারাখানা—হ্যাঁ—! পয়সা খরচ করে তৈরী!—কোত্থেকে বাগালি রে?

সুধীর। তোর কাছে গুমোর করে লাভ নেই। একটা ফটোর দোকান থেকে—show-caseএ ছিল, দিতে কি চায়—

নগদ দশ টাকা নিলে, কাউকে বলিসনি যেন। নতুন বান্ধবী বলে চালাবো—বাবা—এ মাল যার জুটেছে—? উঃ!

(চোখ বুজে, ঠোঁট দুটো ফাঁক করলে)

(কানাই মুড়ি ও চা নিয়ে প্রবেশ করলো)

কানাই। এই যে বাবু—বিড়ি বেশী দিলে না—(চা ও বিড়ি টেবিলে রেখে, মুড়ির ঠোঙ্গাটা তার হাতে দিলো) আমি একটা বিড়ি নিলুম বাবু—

অশেষ। নে বেটা নে—বেশী আনতে বললাম।—(ঠোঙ্গাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো)

সুধীর। ওরে কানাই দাঁড়া, দাঁড়া—আরো কিছু আনাই। পরে একসঙ্গে খাওয়া যাবে—ওরে কানাই যাতো—আরো দু'কাপ চা—উড়ের দোকান থেকে এনেছ কী মার খেয়েছ—আর কিছু খাবার নিয়ে আয়। এই নে টাকাটা নিয়ে যা—

(কানাইএর প্রস্থান)

অশেষ। আয় ততক্ষণ এগুলো খাই—পরে ওগুলো খাওয়া যাবে—(অর্দ্ধেকটা মুড়ি ওর হাতে ঢেলে দিলে)—চাটা খাবি একটু—

সুধীর। না—অতো উড়িষ্যা-প্রেম তুমিই দেখাও—আমার সইবে না—

অশেষ। (হঠাৎ কিসে চোখ পড়ায়) কীসের wanted বাবা। (মুড়িগুলো টেবিলে ঢেলে, ঠোঙ্গাটা পড়তে লাগলো— উল্‌টিয়ে)

সুধীর। কীরে অতো মনোযোগ—legal intelligence ? পড না জোরে—

অশেষ। ঈস্‌-স্। একটুর জন্যে মাইরি ফস্‌কে গেল। উঃ, মা বলেছিলো, মেয়ে দেখাও শেষ—কী ভূত চাপলো ঘাড়ে, 'নেহি করেগা', মা'র চোখের জলও পড়লো—তারই তো অভিশাপ, সাধে কী শাস্ত্রে বলে—'গুরুবাক্য না শোনে কাণে'—পণ করলাম কোলকাতার মেয়ে না হ'লে—দূত্তুরি নিকুচি করেছি কোলকাতার মেয়েকে—এই তো এখন একটা থাকলে—নাঃ—"স্ত্রী-ভাগ্যে"—মাইরি, শাস্ত্র মানতে হয়—তোরও নেই যে সেটা দিয়ে আপাততঃ কাজ চালিয়ে দিতাম—

সুধীর। ওরে ছুঁচো—আমার বউ দিয়ে কাজ চালাবে ?—কী, অতো বক্তিমে কিসের—ব্যাপারটা পড়্ না—হটাৎ ঠোঙ্গা দেখে প্রিয়ার স্মৃতি—"ঠোঙ্গাদূত"।

অশেষ। শুনবি। শোন্—"Wanted a graduate tutor for Manmoyee Boys' School on Rs. 100/-, must be married. Apply with the Photo of the wife. None need apply without photo." শুনলি—? এখন কী করা যায় বলতো—?

সুধীর। করা যায় তোমার মাথা! কবেকার ঠোঙ্গা তার নেই ঠিক—ঐ কাগজ লোকে পড়েছে—বিক্রী হয়েছে পুরোণ কাগজের দোকানে—ঠোঙ্গা হয়েছে—মুড়িওয়ালা কিনেছে, এখনো ও চাকরী খালি আছে, না?—নে নে চা খা—ঐ কানাই এসেছে—

(কানাইএর প্রবেশ)

অশেষ। ওরে কানাই—একটা কাজ করবি? দু'টো পয়সা দেবো! দৌড়ে যা—এই ঠোঙ্গাটা নিয়ে, সেই মুড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে আয়—এটা কবেকার কাগজ,—আর ঠোঙ্গাটা কে করেছে—যানা লক্ষ্মিটী—

কানাই। সে কী ঠিক আছে বাবু—কবেকার না কবেকার,—

অশেষ। তবুও তর্ক করবি—একবার যা-ই-না বাপু।

(কানাইএর প্রস্থান)

সুধীর। তোর মাথা খারাপ হয়েছে—আচ্ছা ধর, ওটা আজকেরই কাগজ—কিন্তু বউ কোথায় পাবি? সেটা শুনি!

(ইতিমধ্যে অশেষ উপায় ভাবছিল—)

অশেষ। (হঠাৎ) the idea! উঃ—খোদা যব দেতা—the idea! কী সুন্দর idea. মাইরি সুধীর ঠিক লেগে যাবে—কী জানি কেন আমার প্রাণটার মধ্যে—এখন যদি তুই দয়া করিস্—ছাখ্ মাইরি—

সুধীর। (একটা সিঙ্গাড়া মুখে পুরে) কী ideaটা শুনি! আরে,

তুই খা—খেতে খেতে idea solve করা যাবে ভাল। নে নে খা—(অশেষ অন্যমনস্ক হ'য়ে একটা লঙ্কা তুলে দিলে কামড়)

অশেষ। উঃ—হু হু গেছি। বাবাঃ! একেবারে tiger brand! (সুধীর হেসে উঠলো, অশেষ তাড়াতাড়ি একটা রসগোল্লা মুখে পুরে চুপ) লঙ্কার কামড় শুভ। শুভরে—বুঝলি।

সুধীর। হুঁ, এখুনি তোমার একটি বউ চচ্ চ—অ—র করে' গজিয়ে উঠবে, আর তুমি একেবারে appointed!

অশেষ। যা যা, তোর সব তাতেই ঠাট্টা। এখন তুই help করলেই বাস্—কেল্লা ফতে।

সুধীর। কী! helpটার একবার আঁচ শুনি? আমাকে মেয়ে সেজে তোমার বউ হ'য়ে একখানা ফটো তুলে দিতে হবে তো?

অশেষ। ত্যাত্—তা কী হয়, ঐ চেহারায় মেয়ে—?

সুধীর। তবে কী?

অশেষ। বল্ দিবি?

সুধীর। না শুনেই দান। কী বাবা, কী না জানি চেয়ে বসবে।

অশেষ। না মাইরি, তোকে দিতেই হবে—চাকরী হ'লেই তোর জিনিস তোকে—

(কানাইএর প্রবেশ)

কীরে কী বল্লো, অ্যাঁ—

কানাই। কালকের কাগজ বাবু, ও নিজেই—

অশেষ। হিপ্ হিপ্—

কানাই। কিছুতেই কী বলতে চায় বাবু, দুটো পয়সা কবুল করে—

অশেষ। নে নে, তুই দুটো, আর সে বেটা দুটো—যা এখন পালা। ওরে ঠোঙ্গাটা দিয়ে যা—

(ঠোঙ্গা দিয়ে কানাইএর প্রস্থান)

সুধীর, বল্ না ভাই, তুই এখন আমার অধম-তারণ—দোহাই তোর, বল্—কথা দে।

সুধীর। কী বিপদ! আচ্ছা, দিলাম কথা—বল তোর idea—তাড়াতাড়ি, আমায় সিনেমায় যেতে হবে।

অশেষ। খাশ্ ভাই কী idea! উঃ, হ্যাঁ মাথা বটে, সার্ আশুতোষের চেয়েও—সত্যি কী idea!

সুধীর। ফের ফ্যাচ্ফ্যাচ্ করছিস, চল্লুম আমি—

অশেষ। না না, মাইরি—এই বলি। শোন, কিন্তু কী idea! না না, বাগিস না—এই শোন্, তোর ঐ ফটোটা—অমি মুখ কালো হলো? এই বন্ধুত্ব! কার না কার ফটো—নিজের কারুর হ'লেও-বা, ওটা দে, আমি ওটাকে পাঠিয়ে দি—তুই আর আমি, তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না, তারপর চাকরী পেযে তোকে না হয় ফেরৎ দেবো। নির্ঘাৎ লাগবে—কী মুখে গ্রহণ লাগালি যে? আরে অজ্ঞাতকুলশীল, তার জন্যে এতো? বন্ধুর জীবিকা—

সুধীর। হ্যাঁ, অজ্ঞাত-কুলশীলকে তুমি বউ বলে চালাবে, তাতে দোষ নেই! আর আমি ফটো রেখেছি—

অশেষ। আরে দূর, বউ? বউ? চাকরীর জন্যে আপাততঃ চালিয়ে দিচ্ছি—আবার তারপর ওকে না হয় তোর বউ করে নিস্, আমি ফেরৎ দেবো। কে জানতে যাচ্ছে, সেই সুয্যিমামার দেশে—আমারই বউ! হাঃ হাঃ, কিন্তু কী idea বল্ দেখি! ছ্যাথ্ আমার ডান হাতটা চুল্‌কোচ্ছে (তালুতে চুমু খেয়ে) নির্ঘাৎ বুলেট্, বল্ দিবি তো?

সুধীর। ভাই সবে আনলাম, এর মধ্যে হাতছাড়া?

অশেষ। পাগল! আবার, say এক হপ্তা পরেই তো "তোমাতে আসিবে ফিরি"—চাকরী পেয়েই পাঠিয়ে দেবো, না হয় আমি বাইরে যাচ্ছি একটু—আপততঃ তুই যা ইচ্ছে করে নে ছবিতে—যা মন চায়।

সুধীর। আর যদি চাকরী না পাস—তোর বউও গেল, আমার ছবিও—

অশেষ। God forbid। তাহ'লে—ফেরৎ আনবো—

সুধীর। এ জিনিস কেউ পেলে কী আর—

অশেষ। পাগল—উকিলের চিঠি দেবো—যে আমার বউকে illegally detain করেছে, abductionএ পড়বে যে—law তো পড়্‌লি না—।

সুধীর। ছবিতে হয়—

অশেষ। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনবি lawটা—"To detain illegally either in person or in picture—হুঁ হুঁ বাবা—ব্রিটিশ রাজত্ব! সোজা সাত বছর!—ছ্যাথ্ ভাই

রাজি হ'—আবার—"তোমারে ফিরায়ে দেব তোমার রাখাল—"

সুধীর। আচ্ছা! কিন্তু এই স্ট্যাম্প্ একটা বাধা আছে—এই স্ট্যাম্প্ impression দিয়ে লেখা—sample copy—Miss Niharika Ganguly—Electro studio, Calcutta—এটাকে কী করবি? বিয়ের আগের ফটো বলে চালাবি?

অশেষ। দূর! ওর ওপর কাগজ সেঁটে দিচ্ছি—Mrs. Ashes Chakravarty—আরে এতো সহজং।

সুধীর। আচ্ছা—যা ইচ্ছে কর—কিন্তু—মাল মোদ্দা আমার ফেরৎ চাই—আমি চল্লুম সিনেমায়—

(ফটোতে একটা চুমু্ খেয়ে প্রস্থান)

অশেষ। থ্রি চিয়ার্স ফর্,—নির্ঘাৎ লাগচে—কী জানি কেন আমার মনে হচ্ছে! চাকরীটা যদি হয়—যদি কেন, যাট্ যাট্,—হ'লে—গরমের ছুটীতে এসেই এক বিয়ে, মা'র মুখে ফুটে উঠ্‌বে হাসি—হ্যাঁ কিন্তু নাম দেব…নীহারিকা, পয়মন্ত নাম দেবো…বাসর ঘরে তার দেবো—নতুন নাম! কিন্তু কে বাবা সুন্দরী—ছবিতে তোমাকে মিথ্যা স্ত্রীরূপে পেয়েই আমার প্রাণটা জুড়িয়ে যাচ্ছে—আঃ—(ছবিটাকে বুকে চেপে ধরে) নাঃ—দেরী নয়। দরখাস্তটা টাইপ করে রাখি—কাল সকালেই রেজিষ্টারী করে দিতে হবে। জয় মা কালী—জয় বাবা খোদা—জয় বাবা বিশু—জয় পীর বাবার—যে যেখানে জাগ্রত থাক, আমার করুণ ডাক·

শোন বাবা—আমি সব মানি, লক্ষ্য তো একই—বিভিন্ন রাস্তা। সব মানি বাবা—সব মানি—Cosmopolitan ধর্ম্ম আমার বাবা—তোমাদের এই respective সন্তান—অধম সন্তানকে দুটো খেতে দাও বাবা—

(নেপথ্যে—'অশেষবাবু ঘরে আছেন নাকি')

কে ? আসুন—আপাততঃ আছি।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। দেখুন—গোটাকতক টাকা দিন না—দু'মাসের বাকী—

অশেষ। (মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আর মশাই দু'মাস—আরো দু'মাস না হয় আগাম নেবেন—দু'দিন সবুর করুন, চাকরী পেয়েছি মশাই, চাকরী পেয়েছি।

ম্যানেজার। হুঁ—চাকরী ? কতোবার তো শুনলাম, আচ্ছা টাকাও তো পান, করেন কী ?

অশেষ। করি কী ? ঐ সামনের পুকুরে ফেলি—আর শুনি তার টুপ্ শব্দটি, দেখি ছোট্ট ছোট্ট গোলাকার ঢেউগুলো—গুণি সেগুলো তীরে বসে—মদ খাই, বেশ্যাবাড়ী যাই—শুধু আপনাকেই দিই না—আরে মশাই স্ত্রীভাগ্যে—নির্ঘাৎ—

ম্যানেজার। বিয়ে করছেন বুঝি ? কোলকাতায় ? শাঁশাল শ্বশুর ? আচ্ছা, আচ্ছা দু'দিন পরেই দেবেন—দরকার ছিল তাই, তা চালিয়ে নেবো'খন— (প্রস্থান)

অশেষ। 'স্ত্রীভাগ্যে—বাবা স্ত্রীভাগ্যে'—কেমন ছাড়লো? কোন দিন ব্যাটা এতো সহজে ছাড়ে? সুরুউৎ—নাঃ—যাই দরখাস্তটা টাইপ করতে হবে—

(ফটোতে একটা চুমু খেয়ে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[মানস মাষ্টারের শোবার ঘর। বেলা—সকাল সাড়ে সাতটা আটটা হবে। মানস একখানা ডেক্‌চেয়ারে বসে' সেদিনকার কাগজ পড়ছিল— আধুনিক ফ্যাসানে ঘরখানা সুসজ্জিত—রুচির নিখুঁত পরিচয়]

মানস। ওহে হারু—ও হারু—(নেপথ্যে—"আজ্ঞে বাবু—যাই বাবু—) যাই বাবু নয়, তোর দিদিমণিকে ডেকে দে—আর চা দিবিনে?

(নেপথ্যে—"দিই বাবু—")

তোর দিদিমণিকে—

(নীহারিকার প্রবেশ)

নীহারিক। এই যে—দিদিমণি—কেন? স্নানটা সেরে নিলাম—বড় ক্লান্তি বোধ করছিলাম—(একটু হাসলো) তুমি যে পলকে হারাও—ওমাঃ চা দেয়নি—নাঃ, এ ব্যাটাকে নিয়ে আর—কোত্থেকে জুটিয়েছিলে ওটাকে—বলি ও হারু—কী

মৎলব্ তোমার বলো দেখি—একদিন আমি নেই—বাস্ সব বেঠিক—(নেপথ্যে—"এই যে মিসিবাবা—") বেটা ও ডাক আর ছাড়বে না—

মানস। ওর কী দোষ, তুমিই তো—এই, শোন এদিকে—দেখ একটা মজা—(খপ্ করে তার আঁচল টেনে ধরলো)

নীহারিকা। আঃ—কী যে করো—সময় নেই অসময় নেই, ঐ যে হারু আসছে—

(হারু এসে চা ইত্যাদি রেখে দিল)

দেখো—আমার চা ওই অর্গ্যান টেবিলে দাও—একটা গান করতে করতে খাব, কীগো তোমার আপত্তি আছে ?

মানস। আপত্তি ?—বামঃ বলো ! সে যা জমবে—যা ব্যাটা তুই হা করে কী শুনছিস্—বেটার সখ্ দেখো !—এই, ওই সিগ্রেটের টিনটা দিয়ে যা—

(হারু টিন দিয়ে প্রস্থান করলো)

(নীহারিকা গান ধরলেন—মানস খাওয়া ও কাগজ-পড়া দু-ই চালাতে লাগলেন)

(নেপথ্যে—"হুজুর—")

মানস। Come in !

(খট্মট্ সিং সেলাম করে' দাঁড়াল)

খট্মট্। হুজুর চিঠি ! রেজেষ্টারি একঠো—

মানস। (দেখে) ই মেরা নেহি—সেক্রেটারি বাবুকো—

খট্মট্। হুজুর—সিক্রিটারি বাবু সদরে গিয়েছেন—কর্ত্তাবাবু আপনাকেই নিতে বললেন—

(গ্রহণান্তে—খট্মটের প্রস্থান)

মানস। (স্বগত) ঠিক দরখাস্ত! কতোই তো আসছে—দেখি এঁর স্ত্রীর মূর্ত্তি। রাজেনবাবুর মাথা খারাপ! যতো অদ্ভুত কীর্ত্তি "বজ্র আটুনি—" আমাদের বেলাতেও তো! বেদম ফাঁকি দিয়েছি—সেই রকমই কেউ দেবে হয়তো—

(খামখানা ছিঁড়লো—নীহারিকা তন্ময় হ'য়ে গান করছে)

এই যে ফটো—(ফটোখানা দেখে—হাত থেকে দরখাস্তখানা মাটিতে পড়ে গেল—মুখের সামান্য দগ্ধ সিগ্রেটটা ফেলে দিলো—নীহারিকার দিকে একবার—ফটোর দিকে একবার চেয়ে—)

একী? আচ্ছা ভেল্কী তো—ও বাবা!—একেবারে অথৈ জল! সব ডুবলো দেখছি?

(তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফটোখানা দেরাজে বন্ধ করে এসে পুনরায় বসে পড়লো)

দেখি দরখাস্তখানা পড়ে—! অশেষ চক্রবর্ত্তী—এম্-এতে ফার্ষ্ট ক্লাশ! ঠিক হয়েছে—এ না হয়েই যায় না—কিন্তু ব্রাহ্মণ তো এ—হলোই বা? Inter caste বিয়েও তো—না এই মেয়েজাতকে বোঝাই দায়—স্বয়ং মহাকবি

শেক্স্‌পিয়ার মেয়েদের স্বরূপ বুঝতে পারেনি—আর আমি? Treachery thy name is woman! এর চেয়ে দেখছি চলে গেলেই ছিল ভাল—কী গ্রহরে বাবা—(নীহারিকার দিকে তাকিয়ে)—কিন্তু একে ছাড়লো কেন? এতো বিদ্যা—আরে দূর—এ জাতের কী কিছু বোঝবার যো আছে—তায় বি-এ পাশ—উপরন্তু খৃশ্চান্—একেবারে—

(গান বন্ধ হলো)

নীহারিকা। কী গো অমন করে চেয়ে আছ যে? কেমন লাগলো গান—ওকী—দরখাস্ত বুঝি—দেখি দেখি! কই এর ফটো নেই! (দরখাস্ত পড়ে' একটু চিন্তা করে') লোকটার যেন নাম শুনেছি—কই এর স্ত্রীর ফটো দেয়নি—

মানস। না—জোটাতে পারেনি বোধ হয়।

নীহারিকা। তা'লে একে appoint করো না, কী জানি কী লোক! নাম শুনেছি কোলকাতায়—খুব ভাল ছেলে—

মানস। চেনা-শোনা আছে?

নীহারিকা। উঁ-হুঁঃ। শুধু নাম শোনা! বোধ হয় unmarried. দরকার নেই এনে—এতোগুলো মেয়ে নিয়ে কারবার—

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। মাসি, তোমাকে একবার মা ডাকছে—এক্ষুনি—মা'র কী ব্রত আছে—সধবা চাই—

নীহারিকা। ও হোঃ! কাল আমাকে বলেছিলেন বটে—ওগো

তুমিও চলো না—দাদুর সঙ্গে গল্প করবে—চলো—জামা এনে দেবো ?

মানস। নাঃ—! আমার অনেক কাজ—তুমিই যাও। রাজেন বাবু নেই, তাঁর কাজটা আমাকেই সারতে হবে—

নীহারিকা। তোমার সব তাতেই জেদ্—চল চপল, হ্যাঁ দেখো—রান্না হ'লে হারুকে পাঠিয়ে দিও, বুঝলে ? একসঙ্গে খাবো—ওরে হারু—

হারু। (নেপথ্যে) আজ্ঞে—

নীহারিকা। বাবুকে চান করিয়ে আমাকে বড় বাড়ী থেকে ডেকে আনিস, বুঝলি ? চল চপল—

(দু'জনের প্রস্থান)

মানস। উঃ! কী ছলনাময়ী। তাইতো বলি—এক কথায় চাকরী—সামান্য চাকরীর খাতিরে একজন অচেনা লোকের স্ত্রী হতে রাজী। তখন বুঝিনি—ভাবলাম অভাবে—আরে বাবা—অভাবে কী কেউ এমন কাজ—কই বলি দেখি কোন ভদ্রকন্যাকে—!! আচ্ছা এ ভদ্রলোককে ছাড়লো কেন ? পুরোণ হয়ে গিয়েছিলো বোধ হয়—তাইতো বলি—প্রথমে কতো নাকে কাঁদুনি—শেষে—ও বাবাঃ! একেবারে গুটিপোকা—এ বেচারা গরীব—আমারি অবস্থা! ছিল একখানা ফটো—দিয়েছে ঠুকে—জানে না তো যে দেবী এখানে আমার স্কন্ধে—উঃ, এখন দেখছি গেলেই ছিল ভাল—আর ছেড়েছে— ?

(দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর। কী মাষ্টার! কী ছাড়বে? নাতবৌ?

মানস। (স্বগত) এইরেঃ! শুনলো নাকি, বুড়ো বুড় ঝাড়ি পাতে —(প্রকাশ্য) আসুন—আসুন—আজ্ঞে—না—আপনার নাতবৌ ছাড়লে—খাতও ছাড়বে—এই মাথাটা বড্ড ধরেছে —তাই—

দামোদর। মাথা ধরেছে? দাঁড়াও। ওরে হারু—

(হারুর প্রবেশ)

হারু। আজ্ঞে—

দামোদর। যাতো—কর্ত্তা-মাকে বলে মাথা ধরার ওষুধটা চেয়ে নিয়ে আয়—আর ছাখ্—দু'পেয়ালা চা পাঠিয়ে—আর ব্রেড শীত—কী বলো মাষ্টার? (হারুর প্রস্থান
তারপর মাষ্টার—আজ কোন দরখাস্ত এসেছে? আর তো সময়ও নেই—

মানস। আজ্ঞে এসেছে। আমার মনে হয় এই লোকটি সবচেয়ে উপযুক্ত—অগাধ বিদ্যে—Universityর নাম করা ছাত্র কিন্তু wifeএর ফটো পাঠায়নি—

দামোদর। আরে চুলোয় যাক্ ফটো—তুমিই ডোবাবে রাজু, আমি wife চাইনে—চাই মাষ্টার। একেই তুমি তার করে দাও মাষ্টার—রাজু আসলেই বখেরা করবে—

মানস। (স্বগত) এনে ফেলি, দেখি রগড়টা, না হয় ছেড়ে-ছুড়ে যাবো চলে, বিয়ে তো হয়নি এখনো—এই গরমের ছুটিতেই

হবার কথা—উঃ ভাগ্যিস্ (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ তাই দি, আপনার অনুমতি—

দামোদর। আরে অনুমতি, তুমি যা করবে, তুমিই তো সব, তার করে দাও—appointed. Come sharp. অমনি গাড়ী ভাড়াটাও পাঠিয়ে দাও—যে দিন-কাল—হ্যাঁ খুব নামী ছেলে?

মানস। আজ্ঞে, Universityতে first—

দামোদর। বটে বটে, তবে তো ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলতে হবে—তুমি ইংরিজিতে বলে দিও তো মাষ্টার যেদিন তিনি ইস্কুল খুলবেন, বুঝিয়ে বলো—বুঝলে? বেটা বদন সরকার শুনুক একবার, আর ও বুঝবেই বা কী, কাকে বলে first আর কাকে বলে last। বেগুন বেচা দুটো পয়সার গরমে—হাঃ হাঃ—এসব বুঝবার রক্ত থাকা চাই—

(হারু চা দিয়ে গেল)

ঐ একটা পিল্ খেয়ে ফেলো দেখি, মাথা জ—ল হ'য়ে যাবে—একেবারে ধন্বন্তরী! এই পিল্ খাবার লোভে গিন্নীর প্রায়ই মাথা ধরে—অবিশ্যি প্রধান কারণ আমি যাতে মাথাটা টিপে দি—

মানময়ী। (প্রবেশ) খুব যে নাতীর কাছে স্ত্রী-ভক্ত সাজছ, বলি আমার কেরে? উনি আমার মাথা টিপ্‌বেন, তবেই হয়েছে। বামীকে একশ' বার তোষামোদ করে' তবে একটু তিল তেল মাথায় ঠাসিয়ে নি।

(পশ্চাতে নীহারিকার প্রবেশ)

দামোদর। মিথ্যে বলো না গিন্নী—সেই সেদিন? মনে আছে?

মানময়ী। ছাই! দেখো একবার নাতীকে, বউ অন্ত প্রাণ। আজকালকার ছেলেরা বেশ, দুখ্ দরদ বোঝে—তবুও তো এখনো কোলে কিছু আসেনি—আর আমি, বিয়ের সময় বয়স ছিল সাত—দশ বছর বয়সেই পেটে একটা এলো—

দামোদর। আরে এলো কেন? না আনলেই তো পারতে! আমি কী—

মানময়ী। ত্যাখো ছেলেমানুষ এবা, এদের সামনে আর কী বলবো —না আসলে ঠাকুমা ফিরে বছরেই না তোমাকে আর একটা বিয়ে দিতেন—এ যুগ বেশ বাবা, দু'জনে একটা পরামর্শ করে—এ কী আমরা—যেন নির্জ্জীব কল! কিন্তু তাই বলে নাতবৌ তোমার কোল খালি এখন আর ভাল দেখায় না—ওতে মেয়েদের শরীর ভাল থাকে না, কী বলো নাতী? বলো না গো।

মানস। (লজ্জিত হয়ে) আজ্ঞে আপনার নাতবৌকেই জিজ্ঞাসা করুন—আজকালকার মেয়েরা মা হ'তে চায় না—

মানময়ী। ও-মা! সে কী গো? অ্যাঁ নাতবৌ? (নীহারিকার চিবুক তুলে) কী মা, কী মত তোমার?

নীহারিকা। না ঠাকুমা, ওর কথা শোনেন কেন? আমি এ যুগের হ'লেও, সে মত নয়—

মানস। (স্বগত) হুঁ, তাই তো একটাকে ছেড়ে—ক' ছেলের মা তা কে জানে—

নীহারিকা। তবে কী জানেন, এই বাজারে নিজেদেরই পেট চালান দায়—তার আবার—

মানময়ী। ওঃ মা, তাই বলে—কী অলুক্ষণে কথা, আচ্ছা, নয় তো আমাকে দিও মানুষ করতে—কী বলো গো ?

দামোদর। নিশ্চয়ই, আর তাছাড়া গিন্নীর এমন কী বা বয়স, নিজেরও এখন হবার—

মানময়ী। ছাখো, তোমাকে সামনে করে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলা দায় ! সেদিন অমনি ফস্ করে মেয়েটার সামনে—

দামোদর। কী করেছি ! আচ্ছা তুমিই বলো তো নাতবৌ—

মানময়ী। (কথা কেড়ে নিয়ে) থাক্ থাক্, আর দরকার নেই। এখন আমি চল্লাম, অনেক কাজ ফেলে এসেছি—বল্লাম যাই নাতবৌকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—

(প্রস্থান)

দামোদর। আমিও উঠি নাতী—হ্যাঁ, তারটা তুমি করে দাও এক্ষুনি, আর অমনি ভাড়াটাও—বুঝেচ ? দেরী করো না, অমন ছেলে, আবার কোথাও টেনে নেবে—ভাল জিনিস পাত্তে পড়তে পায় না। (প্রস্থান)

নীহারিকা। কী তুমি অমন মুখ গোঁজ করে বসে আছ যে—যেন কন্যাদায় ! কী—হয়েছে কী ? আমার বাপু অমন মুখ ভাল লাগে না। কী—হয়েছে কী ?

মানস। কিছুই না—ভালতো লাগে না, কিন্তু যা ভোগানটা ভুগিয়েছিলে, রাত নেই, দিন নেই—প্যান্—প্যান্! উঃ, আমার প্রাণটা—

নীহারিকা। সে কী আমি ইচ্ছে করে করেছি, দেখ্‌তে তো বুড়োবুড়ী কী সুরু করেছিল, অতো উড়োতাড়া—

মানস। সে রকম তো এখনো করে, কই এখন তো—

নীহারিকা। এখনকার কথা ছাড়, এখন সত্যিকার মিসেস্ মুখার্জ্জি—পার্টনার্‌শিপে! (হাসি) উঃ, মনে পড়ে গেলে এখনও হাসি পায়, চাকরীর খাতিরে—কই গো?—দাগা নাকি পাবো না?—Good conductএর Certificate কোথায়—আরে বাপু্ আধুনিক ছেলে একটা মেয়েকে এতো কাছে পেয়ে Contractএর terms রাখবে—আর আমার মতো মেয়ে—রূপে, গুণে—

মানস। (স্বগত) হুঁ! যাও না ছেড়ে—বাঁচি বাবা! আমারিই দোষ, উনি যে গলায় ঝুলে পড়লেন, তাতে—উঃ, তখন মনে হতো যেন আমি ওঁকে ছ্যাঁকা দিচ্ছি—Prince of walesএর উনি বাক্‌দত্তা! আরে বাবা—মেয়ে জাত—আজকালকার ছেলে—আর কিছু না শিখুক—ওজাত-টাকে ঠিক শিখেছে—ধরো আর ছাড়ো—ঠিক! প্রেম করো, বিয়ে করো না—! উঃ আমার idea!—it was heavenly!—আর এ একেবারে গড্ডালিকা!

নীহারিকা। কী—চুপ্ করে রইলে যে—কী ঘুম পাচ্ছে? তা'লে

ঘুমোও—(মানসের মাথা মৃদু মৃদু আঘাত করে) "ছেলে ঘুমলো—"

মানস। না—না ঘুম পাচ্ছে না—হ্যাঁ দেখ, ভাবছি কিছুদিনের ছুটি নেবো—দেশে একটু জমিজমা ছিল, বারভূতে লুটে খেল, একটু দেখে আসি—এই মাস খানেকের—

নীহারিকা। বেশ ত, চলো দু'জনেই যাই। কোলকাতায় আমাদের বিয়েটাও সেরে নেবো—দেড় বছর হলো—আর বেশী দিন থাকা ঠিক নয়! একটা license—কী বলো? কখন কী হয়—

মানস। (চমকে) কী আবার হবে?—

নীহারিকা। (লজ্জা) ধ্যেৎ, জানি না—যাও—যেন খোকা!

মানস। তা আগে আমি ফিরে আসি, তারপর একবার গিয়ে না হয়—(স্বগত) একবার তো পাড়ি দি, কে ধরে তারপর! যদি পুনর্মিলন হয়, এ বেচারী—কেন বাবা! মানে মানে সরে পড়ি, ভাগ্যে থাকলে চাকরী বহুৎ মিলবে—আর বউ—? বাংলাদেশে ঐ একটী জিনিসের এখনো unemployment আসেনি—

নীহারিকা। না—না—আর বার বার নয়! বুড়ো ছাড়ে কী না ছাড়ে—! আর দ্যাখো, এখানে না হয় আর নাই এলাম, কোলকাতা, কিংবা—খুব দূরে—যেমন ধরো—নাগপুর—কী লাহোর—কী বম্বে—চেষ্টা করো না! বেশ হবে—চেনা নেই—শোনা নেই! বাব্লাহাটি আর ভাল

লাগে না—গেঁয়ো—বুঝলে—চল এ চাকরী ছেড়ে দি—
রাজি হও তো আজিই ছাড়ি—

মানস। (স্বগত) হুঁ বুঝেছি—ঠিক হয়েছে! অশেষ চক্রবর্ত্তী আসার আগেই, উঃ—stone-like womanই বটে! ফার্ণাণ্ডিজের মিসেস্ হওয়াই উচিত ছিল, কলে থাকতে—(প্রকাশ্য) আচ্ছা সে দেখা যাবে—এখন চলো চান করি—

নীহারিকা। আমি তো কখন করেছি—যাই ঠাকুরকে দেখিয়ে দি—তুমি চট্ করে এসো কিন্তু—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দামোদর চৌধুরীর বাগান—খানকতক বেতের চেয়ার—
তিনখানা ছোট্ট টেবিল]

(দামোদর ও রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। কাজটা কী যথার্থ ভাল করলেন! বিয়ে করেনি—চারিদিকে মেয়েরা রয়েছেন—আইনে যথার্থ—

দামোদর। তুমি ডোবাবে রাজু! কী ছেলে জানো? হীরের টুক্‌রো—বিয়ে করেনি? আরে নাই বা করলো বিয়ে—না হয় দেখে শুনে এখানেই একটা—মেয়ের তো অভাব নেই—অমন ছেলে—লোকে পাবে কোথা! আমারই ইচ্ছে হচ্ছে জামাই করতে—

রাজেন। উঃ—হু—হুঃ—

দামোদর। কী হ'লো—আরে হ'লো কী?

রাজেন। আজ্ঞে কিছু না—বুকের সেই যথার্থ বেদনাটা—তা দেখুন ওই ইচ্ছেটি করবেন না, কোলকাতার যতো ভাল ছেলে সব যথার্থ চরিত্রহীন, মদ আর বেশ্যা—দিনরাত চুর।

আজ্ঞে রাতে যথার্থ চিৎপুর দিয়ে হাঁটুন, দু'ধার দিয়ে ঐ সব হীরের টুক্‌রো—আর ঐ সব বেহ্ম মেয়েরা দিনরাত যথার্থ এই সব ছেলের পিছনে ফেউ—বিয়েও করবে না—ছাড়বেও না—আর ছেলেরাও যথার্থ—যেন ভূভারতে মেয়ে দেখেনি—ওরা যথার্থ ওপরে হীরে—ভিতরে বিষ! তা নইলে এখনও কেন এই নতুন মাষ্টারটা বিয়ে করেনি? বোঝেন ত? এদের কী মেয়ে জোটে না? যথার্থ—

দামোদর। আরে তোমার যথার্থ রাখ, ওসব পুঁথিগত—গল্পই শোনা যায়। ছাখোনা এ ছেলে যা এসেছে—নামেও যা—কাজেও তা—

রাজেন। (স্বগত) তা আগেই জানতাম—এই ভয়েই—কী জানি কে এসে পড়ে—নাঃ, আবাব পড়তে হ'লো—কিন্তু তা না হয় পড়লাম, গ্র্যাজুয়েটও না হয় হলাম—কিন্তু তদ্দিন কী চপলা অপেক্ষা করবে—? যথার্থ কচু করবে। সামনে থেকেই শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধ—তায় আর এক হীরের টুক্‌রো—নাঃ—যার জন্যে প্রাক্‌টিস্‌ ছাড়লাম, সেও বুঝি—বুঝি কী ঠিকই—

দামোদর। কী রাজু—কী ভাবছ? নাঃ তুমিই ডোবাবে রাজু! একেবারে ডোবাবে! যাক্—সে পরে দেখা যাবে, তুমি বসো। তাকে আনতে মটর পাঠিয়েছি—এই এলেন বলে। মাষ্টার এলো না কেন এখনো—কৈ হ্যায়—

(খট্‌মট্ সিংএর প্রবেশ)

খট্‌মট্। (সেলাম করে) হুজুর !

দামোদর। মাষ্টার সাহেবকো সেলাম দেও—

খট্‌মট্। জো হুকুম্— (প্রস্থান)

দামোদর। আরে রাজু দ্যাখো কী—দু' ইস্কুল দিয়ে এবার বদনকে তাক্ লাগিয়ে দেবো !—ছেলেদের—

রাজেন। যথার্থ তাক্ সে একটাতেই লেগেছে—আমারই মাথা ঘুরে গেছে—আর বেগুন-বেচা বদন। এটা করবার কোন দরকার যথার্থ ছিল না—আপনার শরীর—

দামোদর। আরে তোমরা তো আছ—তোমাদের ভরসাতেই তো—আর তা ছাড়া ছেলেদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা বাব্‌লাহাটিতে ছিলই না। আর একটা হাই ইস্কুল—জেলাতেই মাত্র একটা—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাইতো সেদিন বলেছিলেন—ইংরেজীটা অতো বড়ো—ঠিক মনে নেই, মাষ্টার জানে—অর্থাৎ কি—তুমি একটি প্রাতঃস্মরণীয় লোক দামোদর—এই যে মাষ্টার—বলতো সেদিন—

(মানসের প্রবেশ)

সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট কী বলেছিলেন ?

মানস। You are David Hare of the District—

দামোদর। শুনলে তো রাজু, David Hare—কথাটা ছাই মনেও থাকে না, তিনি ছিলেন বাংলার লাট সাহেব—

আরে বলবে না—সোজা তো নয়—চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে, পঁচিশটা মাষ্টার এনে, তবে না সরকার মাসে তিনশ' টাকা করে দেবে বলেছে—আরে ওরা গুণেরই কদর করে—কী বলো মাষ্টার ?

রাজেন। আজ্ঞে সে তো যথার্থ—আমরাও হোমিওপ্যাথিকের মতো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে একে বাঁচিয়ে রাখবো—তবে—, তবে কী জানেন, বেশী লেখাপড়া শিখে যথার্থ ছেলেরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে—আমার মতে যথার্থ ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করেই—ঐ মটর—এলো বুঝি—

(নেপথ্যে মটরের হর্ণ)

দামোদর। ঠিক হ'য়ে সব বসো—রাজু তুমি গিয়ে গেট্ থেকে নিয়ে এসো—আমিও যাবো নাকি—

রাজেন। আজ্ঞে—আপনি যথার্থ প্রেসিডেণ্ট—আপনারা বসুন, আমি গিয়ে—যথার্থ— (প্রস্থান)

দামোদর। ঐ এলো ! ঐ নামলো ! দেখো দেখো মাষ্টার—কী সুন্দর চেহারা ? যেন রাজপুত্তুর, আর রাজু বলে কিনা—এরা হয় চরিত্রহীন, আরে এরা চরিত্রহীন হয় না—চরিত্রহীন করায়—আমি মেয়ে হ'লে—কী বলো মাষ্টার—ঐ আসছে—

মানস। (স্বগত) হুঁ—ঠিক হয়েছে—খৃশ্চান ছুঁড়িটা রূপ দেখে—তার গুণ ! কিন্তু ছাড়লে কেন ? ভেল্কি—ঘোর ভেল্কি·

—হয়তো অন্য কেউ বাগিয়েছে, জাতেরই দোষ—আচ্ছা পুরুষকে বিয়ে করা চলে না— ?

(রাজেন ও অশেষের প্রবেশ)

রাজেন। (দামোদরকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রেসিডেণ্ট মহোদয়—founder Manmoyee Girls' School, Zaminder, President Panchayat, David Haro of the District—and what not !

(উভয়ে নমস্কার)

আর ইনি—Mr. Manash Mohan Mukherjee, Head Master, Manmoyee Girls' Scoool, Graduate, and husband of Mrs. Niharika Mukherjee, Graduate.

(দু'জনে নমস্কার)

অশেষ। ওঃ, তা হ'লে তো আমরা দু'জন friend. আমার স্ত্রীর নামও নীহারিকা—

রাজেন। যথার্থ— ? আপনি বিবাহিত ?—যথার্থ বিবাহিত ?

অশেষ। হ্যাঁ, আমি—

রাজেন। উঃ ! বাঁচালেন, যথার্থ বাঁচালেন। (স্বগত) কোন্ ঠিকানা—তবুও মন্দের ভালো ! একটা safety vulbe !

মানস। (রাজেনকে দেখিয়ে) আর ইনি হচ্ছেন—

রাজেন। রাজেন্দ্রনাথ বাড়রী—Secretary, Manmoyee

Girls' School, Under-Graduate। নমস্কাব। না দেখুন আমি যাই, এঁর জিনিস-পত্রগুলো—

(প্রস্থান)

অশেষ। (দামোদরকে) দেখুন আপনাব কৃপাব জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা—

দামোদব। না—না সেকী বলছেন, আপনার মতো সোনাব-চাঁদ ছেলে—কী বলো নাতী—

অশেষ। দেখুন আমাকে আপনি তুমিই বলবেন, বিশেষ ওঁকে যখন—আব আমি আপনার নাতিবই বযসি!—

দামোদব। তা বেশ, বেশ—তুমিই বলবো, লেখাপডাব এই গুণ—আমাব এ নাতীটিও প্রথম দিন এসেই—হবে না? পেটে কিছু থাকলেই এসব আসে।—গিন্নীকে ডাকাই—তাঁব নতুন নাতীকে দেখে যান। ওরে—ও—কে আছিস্. কর্ত্তা-মাকে একবার এখানে ডেকে দে—

(নেপথ্যে—"আচ্ছা বাবু—")

গিন্নীর এক নাতী ছিল, দুই হ'লো—তাই বলে মাষ্টার আদবে বখেরা পড়লো না—ওটা পরিমাণে বেড়ে গেল—কিন্তু বেশীর ভাগটা নাতবৌ—হ্যাঁ (অশেষকে) তুমি নাতবৌটিকে নিয়ে এলে না কেন? দুটিতে বেশ জমতো তা হ'লে—তিনিও কী গ্রাজুয়েট—? তা'লে না হয় আমার ইস্কুলেই—

অশেষ। আজ্ঞে না—সে এই কিছুদূর পড়েছে, অনেকদূর—তবে

বাড়ীতে কিনা—(স্বগত) আনতে বললেই বিপদে ফেলবে দেখছি—

মানস। (স্বগত) হুঁ—আনবেন কোত্থেকে—? ডিভোর্স রিপোর্টটা—

দামোদর। যাক্ শীগ্‌গীরই এনো, না হয় মাঝে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে গিয়ে—নয়তো আবার এখানে মন টিক্‌বে কেন ?—রাত্তিরে আবার আমার মতো হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে বিছানায় বেরাল চেপে ধরবে, হাঃ—হাঃ—

অশেষ। আজ্ঞে না, মানে কী—কোলকাতার মেয়ে কিনা—পাড়াগাঁ—এই ভয়ে—ওদের একটা বিভীষিকা আছে—

দামোদর। পাড়াগাঁ—বাব্‌লাহাটি পাড়াগাঁ—ট্রামই নেই, নয়তো একেবারে কোলকাতা। বিজলী আলো, পাখা, কী নেই। আনো নাতবৌকে একবার দেখিয়ে দি—

অশেষ। (স্বগত) কী বিপদ ! নাঃ, টিক্‌তে দেবে না দেখছি—(প্রকাশ্যে) আগে তো জানতাম না, আনবো বৈকি—নিশ্চয়ই আনবো, একবার এলে—

মানস। (স্বগত) হুঁ—এ বড় জবর ফাঁদে পড়েছেন বাছাধন—

মানময়ী। (প্রবেশ করে') কিগো, সকাল সকাল—দিব্যি তো নাতী দাদুতে—ওমাঃ—

দামোদর। আরে গিন্নী—এসো—এসো—সোনার-চাঁদ ছেলে—এও তোমার নাতী ! হীরের টুক্‌রো—লজ্জার কিচ্ছু নেই !

মানময়ী। (এগিয়ে এসে অশেষের চিবুক স্পর্শ করলেন—অশেষ.

প্রণাম করলো) থাক্—থাক্—আহা হবে না সোনার-চাঁদ, কী চেহারা ? ওগো তোমার ভাগ্যই ভাল, দুই নাতীই সোনার-চাঁদ হ'লো—

দামোদর। হবে না—এমন গিন্নী যার ? কী বলো—মাষ্টার—আমার গিন্নী কী দেখতে খারাপ—তোমার গিন্নীর চেয়ে অনেক দেখতে ভালো—

মানস। নিশ্চয়ই—দিদিমাকে আমি আমার দ্বিতীয় পক্ষ—

মানময়ী। দাঁড়াও নাতবৌকে বলে তোমার দ্বিতীয় পক্ষ করাচ্চি ! (অশেষকে) তোমার গিন্নীকে আনলে না কেন, ছুটিতে বেশ—ও বেচারা একা একা !—হ্যাঁ বাবা—খোকা-খুকু ক'টি—

অশেষ। (স্বগত) এই সেরেছে ! (প্রকাশ্যে) সবে সেদিন বিয়ে হ'লো—তবে—(মুখ নীচু করে)

মানময়ী। হবে বুঝি— ! বেশ বেশ ! আশীর্বাদ করি একটী খোকা হোক্—(মানসকে) শুনলে তো—তোমাদের যতো কু-কীর্ত্তি—ও আবার কী ফ্যাসান— এই বছরই নাতবৌ-র কোলে একটি খোকা চাই—বলে দিলাম—উঠন্ত বয়েস—কোল খালি ভাল দেখায় না—একটি হ'য়ে না হয় না হবে—

মানস। (স্বগত) উঃ ! লোকটা আমার বাবা ! বেমালুম নির্জ্জলা মিথ্যে বলে চলেছে—মানস মুখুজ্যের কানকাটা ছেলে ! (প্রকাশ্যে) এই যে মিস্ চপলা এসো—কী খবর ?

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। মেসো, আজ ক্যারমে—(অশেষের দিকে নজর পড়ায় থেমে গেল)।

মানস। চপলা, ইনি হচ্ছেন তোমাদের ইস্কুলের নতুন মাষ্টারমশাই —আর ইনি হচ্ছেন—মিস্ চপলা চৌধুরী।

চপলা। নমস্কার। কিন্তু ইনি তো আমাদের ইস্কুলেব নয়, ইনি তো বয়েজ্ ইস্কুলের—

অশেষ। হ্যাঁ, আমি—তা আপনি কোন্ ক্লাশে পড়েন? এই গার্লস্ স্কুলেই বুঝি—

চপলা। হ্যাঁ, আমি সেকেণ্ড ক্লাশে উঠেছি এবার ফার্ষ্ট হয়ে।

অশেষ। তাই নাকি? বাঃ, বাঃ! দাদামশাইয়ের কন্যা-ভাগ্যও—

দামোদর। আরে ভাই, ওর জন্য দায়ী এই মাষ্টার—দিনরাত ওকে পড়াচ্ছে—নাতবৌ গানও—

অশেষ। গানও জানেন নাকি? বাঃ! তা'লে তো—(স্বগত) উঃ, যেন আগুনের ডালি! নাঃ আর উপায় নেই। এক ফটোই যতো গোলমালের সৃষ্টি করলো! তবুও—উপর উপর যতোটা—(প্রকাশ্যে) তা বিকেলে শুনাতে হবে. কিন্তু মিস্—

চপলা। মাসীর শুনবেন না? তিনি ওস্তাদ—

অশেষ। নিশ্চয়ই, তাঁর কৃপা হ'লে—কী বলেন মিঃ মুখার্জ্জী?

মানস। নিশ্চয়ই। আজ বিকেলে আমার ওখানেই চাটা—

kindly. সকলেই আমরা—দাদামশই, দিদিমা, মিস্—রাজেনবাবু—আসবেন তো ?

দামোদর। বেশ—বেশ—
মানময়ী। বেশ কাটবে বিকেলটা— } (একত্রে)
চপলা। আমাকে আবাব নেমন্তন্ন ?

(রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। (স্বগত) নাঃ, জ্বালালে দেখ্‌ছি—ঠিক জুঠেছে ! এ-জাত যথার্থ পুরুষের গন্ধ পায়। যথার্থ কতো কাছে দেখেছ ? কী হাঁ করে' করে' গল্প, এখনই যেন—(প্রকাশ্যে) এই যে চপল, কর্ত্তা-মা তোমাকে এক্ষুনি—যথার্থ (মানময়ীর দিকে চোখ পড়ায়)—(স্বগত) উঃ এক্ষুনি যথার্থ বেকুব—(প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, দেখুন আপনার জিনিস-টিনিসগুলো সব দিয়েছি ঠিক করে'—যথার্থ একজন স্ত্রীলোক না থাকলে ঠিক গোছ্-গাছ্—

চপলা। আচ্ছা আমি গিয়ে ওবেলা সব গুছিয়ে দিয়ে আসবো—ওসর্ব পুরুষের, চাকরের কাজ নয়।

রাজেন। (স্বগত) যথার্থ এ আবার খাল কেটে—কী বলতে কী হয়—(প্রকাশ্যে) না, তোমাকে আর—আমি সব ঠিক্-ঠাক্ —তোমাকে আর যেতে হবে না। আমি একাধারে যথার্থ পুরুষ ও মেয়ে—দুইই। (স্বগত) আবার এটাকেও—উঃ, এ-জাত 'তিমন্ চাখা', যথার্থ—(প্রকাশ্যে) তা এবার

আপনি উঠুন, বেলা হয়েছে, বেশীক্ষণ এখানে বসে থাকা safe নয়, অর্থাৎ যথার্থ 'ট্রেন জার্নি' করে—একটা ঘুম দরকার।

দামোদর। এবার তা'লে তুমি ওঠো ভাই।

মানময়ী। চান করে' এখানেই—এখানেই খাবে কিন্তু।

রাজেন। উনি আবার কষ্ট করে'—তার চেয়ে এবেলা ভাতটা ওঁর বাসায়—মানে ট্রেন জার্নি কিনা—তারপর ওবেলা থেকে যথার্থ সব সুব্যবস্থা—ঠাকুর, চাকর ready। (স্বগত) কতো আর ঠ্যাকাবো।

মানময়ী। না না, তুমি চলেই এসো ভাই, আমি নিজে কাছে বসে খাওয়াবো।

রাজেন। (স্বগত) হুঁ! যথার্থ মেয়েটার মাথা খাওয়াবেন। যেন জামাই! উঃ, আমাকে আর—

মানস। তা'লে আমি যাই—আসবেন ওবেলা—মিঃ চক্রবর্ত্তী, রাজেনবাবু আসবেন নিশ্চয়ই—এই একটু চায়ের ব্যাপার মিঃ চক্রবর্ত্তীর অনারে—নমস্কার। (প্রস্থান)

রাজেন। (স্বগত) যথার্থ যাত্রা সুরু হ'য়ে গেল—আর আমার বাবারও সাধ্যি নেই—নাঃ এবারই ছেড়ে—

দামোদর। আচ্ছা চলি তা'হলে—
মানময়ী। চট্ করে এসো বাবা। } (একত্রে)

(উভয়ের প্রস্থান)

অশেষ। তা'লে মিস্, আসবেন আপনি?

চপলা। দেখুন আমাকে আপনি 'তুমি'ই বলবেন। আমার বড় লজ্জা করে—বয়সে তাছাড়া—

অশেষ। বেশ বেশ, thanks.

রাজেন। হ্যাঁ, তা মিঃ চক্রবর্ত্তী চলুন, আপনাকে দেখিয়ে শুনিয়ে—

অশেষ। Oh! Excuse please! চলুন।

রাজেন। আপনি যথার্থ একটু এগুন, আমি একটু—এই—(কাশি) এই মিস্—

অশেষ। আচ্ছা, আচ্ছা।—আচ্ছা মিস্—

(প্রস্থান)

রাজেন। চপল—বাঃ কী সুন্দর! যথার্থ তোমাকে এখন যা দেখাচ্ছে চপল, যেন, যেন—নাঃ উপমা নেই, কী বলে—?

চপলা। (হেসে) কেন বলুন, এক ঝাড় কালো মল্লিকা—আচ্ছা রাজুদা—

রাজেন। আমায় ডাকছ চপল? আমায়—

চপলা। (খিল্ খিল্ করে হেসে) হ্যাঁ, কী হলো আপনার?—আচ্ছা রাজুদা, ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্-এ কাকে বলে? বাবা বলছিলেন—কী সুন্দর চেহারা আমাদের নতুন—

রাজেন। (স্বগত) এই রে, সেরেছে। রূপ, রূপ! কেন বাবা!—নাঃ জাতেরই দোষ—

চপলা। কই বললেন না?

রাজেন। কী চপল?

চপলা। হ্যত্।

(প্রস্থানোদ্যম)

রাজেন। (তাড়াতাড়ি পথ আট্‌কিয়ে) না, না। যথার্থ যেও না চপল—হ্যাঁ, এই বলছি, ফাষ্ট´ ক্লাশ ? মানে—যথার্থ যারা দিনরাত মদ খেয়ে যথার্থ খারাপ জায়গায়, এই বেশ্যা বাড়ী পড়ে থাকে, এই তারাই—ত্মাথ না লোকে বলে 'ফাষ্ট´ ক্লাশ বদ্‌মায়েস্'—

চপলা। এম্-এ, মানে ?

রাজেন। (স্বগত) তোমার মাথা ! (প্রকাশ্যে) এম্-এ, মানে,. (একটু ভেবে) মাষ্টার অব্ এডাল্‌ট্রি।

চপলা। মানে ?—আপনার কথাই বোঝা দায়।

রাজেন। যথার্থ আমিই একটা দায় হ'য়ে উঠেছি—মানে ? হ্যাঁ, দাঁড়াও বলছি—যেয়ো না চ-প-ল। (কাতর কণ্ঠে) মানে, এই—অসচ্চরিত্র। তুমি ঐ মাষ্টারের সঙ্গে যেন বেশী মিশো না, বিশেষ একা একা—যথার্থ কর্ত্তাবাবু ওটা পছন্দ করেন না।

চপলা। (হেসে) দুর, বাবা ওকে আনালেন, কতো সুখ্যাতি—আপনি মানে জানেন না রাজুদা—আমি যাই।

(প্রস্থান)

রাজেন। নাঃ যথার্থ ভরাডুবি। যাই দেখি—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মানসমোহনের ড্রইং-রুম। সন্ধ্যা সাতটা, সাড়ে-সাতটা। ড্রইং-রুমটি আধুনিক রুচিতে শ্রী-সম্পন্ন]

(অশেষ ও রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। এইটে হচ্ছে মিঃ মুখার্জ্জীর বাড়ী। ইনি দিব্যি ছিম্‌ছাম আর যথার্থ হবে না কেন? স্ত্রী-ভাগ্যে যথার্থ ইতি—পুরাণেও বিরল।—কই হে হারু—যথার্থ ও হারু-উ, তোমার বাবুকে—এই যে মানসবাবু এসেই পড়েছেন।

মানস। আসুন, আসুন মিঃ চক্রবর্ত্তী—বসুন। ওরে হারু, তোর দিদিমণিকে খবর দে—

(সকলে বসলেন)

অশেষ। বাঃ, আপনার কোয়ার্টারটি বেশ—

রাজেন। এটা যে কর্ত্তাবাবুর বাগান-বাড়ী ছিল। যথার্থ ঐ যে ওঁরা সদলবলে (স্বগত) উঃ, দেখেছ চপলার সাজগোজ—আর আমার বাড়ীতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে, যেন—নাঃ—

(দামোদর ও চপলার প্রবেশ)

দামোদর। এসেছ? হ্যাঁ, তা আমার একটু দেরী হয়েছে—না? এই বেটির জন্তেই হলো, ওর সাজই হয় না—ওরে হারু, একটু তামাক আনতে বল দেখি।

মানস। দিদিমা কোথায়, দাদামশাই? তাঁকে—

দামোদর। ও—হ্যাঁ, তার মাথাটা বেজায় ধরেছে, বামী বোধ হয় মাথায় তেল ঠাস্‌ছে, বোধ হয় আসতে পারবে না—তা, নাতবৌ কই? নতুন মাষ্টারকে দেখাও, কি জিনিস আমি পেয়েছি!

মানস। হ্যাঁ—আসছে, এক্ষুনি—এই দশ মিনিটেই—

রাজেন। (স্বগত) কী মানিয়েছে চপলাকে—আচ্ছা, আমার চেহারা কী যথার্থ মোক্তার মোক্তার—? উঃ—কী বাড়ছে, যেন পুঁই-ডগা—নতুন মাষ্টাব—যথার্থ দু'জনে চোখাচোখি, ঐঃ—একটু হাসলো বুঝি?—নাঃ, গেল গেল—(প্রকাশ্য) তা, তা—চপলা তুমি একটু ভেতরে যাও না, তোমার মাসী যথার্থ একা একা—

চপলা। বাঃ—রে—মাসী বোধ হয় কাপড় পরছেন, এখন আমার যাওয়াটা,—আচ্ছা মাষ্টার-মশাই আপনি গান জানেন, না—? গান্‌না একটা—

রাজেন। (স্বগত) কী ঢং—এঃ—যেন নাচবেন! যথার্থ বুকটার মধ্যে—

অশেষ। আমি—? নাঃ—আমি ও বিষয়ে একদম্ নাচার—তোমারই একটা হোক্—যতোক্ষণ মিসেস্ মুখার্জি না আসেন—

চপলা। নাঃ—আমার গলাটা বিশেষ ভাল নেই—আমি বরং আপনার বাসায় গিয়েই শুনিয়ে আসবো। এই তো আপনার বাসা—হরদম্ যাবো—!

রাজেন্দ্র। (স্বগত) তা আর যাবে না? যথার্থ অছিলা ঠিক শিখেছ—! জাতেরই দোষ—(প্রকাশ্যে) ঐ যে—বাঃ, মিস্টারকে কী সুন্দর—(হঠাৎ থেমে)—ইনি হচ্ছেন মিসেস্ মুখার্জ্জি, বি-এ, আর ইনি মিঃ চক্রবর্ত্তী, যথার্থ হীরের টুক্‌রো—

(নীহারিকা অশেষকে নমস্কার করলো, অশেষও—)

অশেষ। তুমি—!—!—! তুমি?—আপনি—? (স্তম্ভিত হয়ে) আপনি এখানে—? (স্বগত) সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরছে, এবা শেষে কী—একী—? (অশেষ অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়লো) না দেখুন, আমার শরীরটা বড় অস্থির করছে, আমায় একটু শুইয়ে দিন্—(অজ্ঞান)

দামোদর। কী হ'লো—কী হ'লো! আরে রাজু ধরো ধরো—না—না, তুমি শিগ্‌গীর যাও—ডাক্তার ডেকে আনো, এখন এই শিবপদকেই ডাক—মটর পাঠিয়ে দাও সহর থেকে—যাও, দাঁড়িয়ে থেকো না!—নাতী, ধরো একে শুয়িয়ে দাও, ঐ চৌকিটায়—(সকলে ধরাধরি করে অশেষকে সেই ঘরে একখানা খাটে শুইয়ে দিলো)

(রাজেনের প্রস্থান)

মানস। (স্বগত) হুঁ—ঠিক হয়েছে! দেখি কোথাকার জল কোথায় যায়? ওঁরও মুখখানা এতোটুকু—(প্রকাশ্যে) ওগো, দেখো—তুমি এঁকে দেখো—হ্যাঁ, স্মেলিং সল্ট্‌টা শোঁকাও—আচ্ছা হঠাৎ এরকম হবার—?

নীহারিকা। তাই তো আমিও ভেবে পাচ্ছি না—হয়তো হার্টের অসুখ আছে—চপল—তুমি মাথায় জলপটিটার ওপর একটু একটু জল দাও দেখি—আমি পায়ের দিক্‌টায় বসি—

(অশেষের রীতিমত সেবা চলতে লাগলো, সে তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো পড়ে'—)

অশেষ। (মোহের আবেগে) সুধীর—এঁরা তোর বান্ধবীকে detain করেছেন—illegally detained in Person !— হ্যাঁ দেখ্—ফটোটা তোকে—

(ডাক্তারসহ রাজেনের প্রবেশ)

দামোদর। (ব্যস্ত হ'য়ে) ওহে শিবপদ—দেখতো কী হ'লো—ভাল ছেলে, কথাবার্ত্তা বলছে—হঠাৎ নাতবৌকে দেখেই অজ্ঞান—কী সব স্বাস্থ্য !

(ডাক্তার অশেষকে পরীক্ষা করতে লাগলেন)

রাজেন। (স্বগত) নাঃ—জ্বালালে দেখছি—চপল যথার্থ কতো কাছে বসেছে, মাষ্টারটা আবার একখানা হাত বুকের ওপর, যথার্থ—থিয়েটারি ঢং—কোলকাতার ছেলে—আরে অসুখ-বিসুখ সব বুজ্‌রুকি—ফাঁকতালে কাছে পেয়ে কিছু বাগিয়ে নেবার মতলব—নভেলে অমন—

অশেষ। উঃ—একটু জল !—চপল—আমি মিথ্যাবাদী—

(চপলা তাড়াতাড়ি জল দিয়ে, আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে নিলো)

রাজেন। (স্বগত) কী আদর! নাঃ—যথার্থ! আমি সেবার চুলকানিতে অতো দিন—আঁচল দূরে থাক্—বলে—'কী নোংরা'? যথার্থ ওসব—

দামোদর। রাজু মোটর পাঠিয়েছ—?

রাজেন। ও—যাঃ—যথার্থ ভুলে গেছি, মানে—এদের একা ফেলে—বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে সাহস হ'লো না—

দামোদর। নাঃ—তুমিই ডোবাবে রাজু—ইস্কুলটাকে—

রাজেন। আজ্ঞে ইস্কুল তো যথার্থ—না যাই—

(প্রস্থান)

দামোদর। কী ডাক্তার—কী দেখলে?—বলি ব্যাবামটা কী? হঠাৎ এমন—

ডাক্তার। ভয়ের কিছুই নেই—একটু পরেই জ্ঞান হবে, তখন একটু গরম দুধ দেবেন—আর রাত্তিরে একজন কাছে থাকবেন—বেশীজন থাকবেন না। ঘুমের ব্যাঘাত হয় না যেন—ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি— (প্রস্থান)

দামোদর। (উদ্দেশ্যে) একটু তাড়াতাড়ি পাঠিও—আর তা'কে রাজেনকেও বারণ করে দাও সহরে গাড়ী পাঠাতে। আজ কেমন থাকে দেখে—কাল সকালে বরং—। নাতবৌ—আমরা বরং যাই—মিছে এখানে ঝামেলা করে তো লাভ নেই—ওর এখন পুরো বিশ্রাম দরকার—চপলা বরং থাক্—রাতে নাতবৌ একা একা—হ্যাঁ, দেখ নার্সিং যেন খুব ভাল—এই যে রাজু—

(রাজেনের প্রবেশ)

রাজু তুমিও এখানে থাক—ঐ বাইরের ঘরটায় শুয়ে—যদি দরকার-টরকার—আর চপল আর নাতবৌ রাতে ওকে নার্সিং করবে—ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ—দুধ—দেখা-শুনা—!

রাজেন। (স্বগত) নাঃ—রাতে অন্ধকার ঘরে চপলকে একা একা যথার্থ ওই—কোলকাতার ছোঁড়াটার সঙ্গে ?—নাঃ—(প্রকাশ্যে) দেখুন—এই যথার্থ চপলার থাকার কোন—এই আমিই তো রইলুম—দেখা-শুনা যথার্থ সব—চপলকে নিয়ে যান্—কর্ত্তা-মা আবার একা একা—

দামোদর। না—না—ও থাক্—নাতবৌকে একা অত রাত—

চপলা। হ্যাঁ বাবা—আমি থাকি, সমস্ত রাত আমি ওঁকে দেখবো—

রাজেন। (স্বগত) যথার্থ তা আর দেখবে না—এই তো সুযোগ—হুঁ—ভেতরে রস বেশ যথার্থ ভরে' উঠেছে—

দামোদর। তাই থাক্ মা—হ্যাঁ, দেখ নাতী, রাজু—দু'জনকেই বলে যাচ্ছি, দরকার হ'লেই আমাকে ডাকবে—তা সে যত রাতই হোক্—

মানস ও রাজেন। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

(দামোদরের প্রস্থান)

মানস। (স্বগত) এইবার একবার দেখি জাল ফেলে—কী

ওঠে—! কত জল! জবরদস্ত মেয়েমানুষ—আরে বাবা তাইতো বলি ফার্ণাণ্ডিজের মতো brute লোক—তার—তার কাছে টাকা বাগিয়েছিল—ও রাস্কেলটার কাছে হাত পাত্‌লে কী করে—আই ওয়ান্‌ডার!—আরে—কী করে? এরা সব পারে! ও মুখেরই গুণ—

নীহারিকা। (একটা কাপ্‌ অশেষের মুখের কাছে ধরে) নিন্—এটুকু খেয়ে ফেলুন দেখি—চট্‌ করে—হ্যাঁ, তা'লে শরীরে একটু জোর পাবেন—এটুকু? ওভাল্‌টিন্‌। হ্যাঁ—এই তো—লক্ষ্মী ছেলে!—ডিগ্রি নিয়েছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়কে প্রাণ দিয়েছেন—আচ্ছা দেখুন, আপনি তখন সুধীর—সুধীর করছিলেন—তাকে একবার খবর দেবো—অবিশ্যি আর ভয় নেই।

অশেষ। না—না! অমন কাজও করবেন না, সে কী আছে—?

মানস। (স্বগত) সুধীর? সবৎসা নাকি ইনি? বিচিত্র নেই—বৎসা হওয়া আজকাল সস্তা কতো—ওটা গায়ের ব্লাউজ্—সময়ে অসময়ে কাজ দেয়—(প্রকাশ্যে) (অশেষের বিছানায় বসে') আচ্ছা মিঃ চক্রবর্ত্তী, হঠাৎ এরকম আপনার—? হার্ট ট্রাব্‌ল্ আছে নাকি?—

অশেষ। না দেখুন—ষোল বছর অব্‌ধি ঠাকুমা'র দুধ খেয়েছি—তখন ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ি—ইস্কুল যাচ্ছি—চুক্ চুক্ করে' খেয়ে গেলুম—(নীহারিকা ও চপলা একটু হেসে লজ্জিতা হ'লো)—ভালো ছেলে!—তাই, অখান্ বা স্থানাটোজেনের.

সে advertised শক্তি আর পেলাম না! হলাম পুরো-দস্তুর বাঙ্গালী—

রাজেন। যথার্থ আমিও অনেক দিন অবধি—ঐ কী বলে—মা'র ঐ ইয়ে খেয়েছি—আজকাল—এই চপলও যথার্থ অনেক দিন—হ্যাঁ, তারপর—

অশেষ। ঠাকুমা'র দুধ বোঝেন ত? সেই এইটিন্থ্ সেন্চুরির দুধ—পেলাম সেই সব আইডিয়াজ্—কুসংস্কার, পৈতের বহর. বংশের অশ্রুতপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব গাঁজাখোরী কীর্ত্তি—যেন একটা বাদ্শাহ বংশ ছিল—সব চেয়ে dagerous যেটা পেলাম—সেটা ভূতের ভয়—সেটি তিনি তাঁর ঝুলিটি উজাড় করে—দুধের সঙ্গে দিলেন—(সকলেই হেসে উঠলো) কী সব বিভিন্ন ideas; তাদের আকার, তাদের গল্প—এম্-এ পাশ করেও অতো পাইনি—

মানস ও নীহারিকা। এখনো আছে নাকি—এই বয়সে—?

(চপলা একটু মানসের গা ঘেঁসে বসলো)

রাজেন। ঐ ভয়টি আমার নেই—বিশ্বাস করিনে—আর যথার্থ নিজেরাই এক একটি—(স্বগত) নাঃ দেখেছ—ছুঁড়ি যেন যথার্থ মা॰ারটার কতো—কতো—

মানস। কী, চপলার ভয় করছে নাকি?—ভয় কী? এতোগুলো ব্রাহ্মণ থাকতে? হ্যাঁ, আচ্ছা আজও কী সেই জন্তেই—

অশেষ। ঠিক তাই! ঐ যে সুধীরের নাম শুনলেন না? ও বেটাই আমাকে খেলো—যতো নষ্টের মূল! সেবার গেছি

কানপুরে এক আত্মীয়ের বাসায়—একদিন পায়খানায় বসে —হঠাৎ সামনে সুধীর এসে দাঁড়ালো। স্থান-কাল ভুলে গিয়েছিলাম, কারণ, পায়খানায় বসে' একটা problem solve করছিলাম—ওটা আমার চিরদিনের অভ্যাস—হয়ও জলের মতো—

রাজেন। ওঃ, আপনার সঙ্গে সব মিলছে দেখছি, যথার্থ ঐ ডিক্রিটি বাদ—আমি ঐ ওখানে বসে সব ভেবেনি—বাইরে সময় কই? নিজের যথার্থ জিনিস সামলাতে সামলাতেই —সব যেন শকুনি। হ্যাঁ তারপর—

অশেষ। ভাবলাম হয় তো হবে—অমন ও করতো, সব চেয়ে intimate কিনা, মেসের বাথ-রুমে পাঁচিল টপ্‌কিয়ে অনেক সময় বেকায়দা সময়ে এসে পড়েছে—'যাঃ, তোর স্থান অস্থান নেই—' বলতেই দেখি নেই,—তারপর বুঝতেই পারছেন? ঠাকুমা'র দুধ কাজ করলো। তার পরদিন শুনি সে নেই।

নীহারিকা। তা আজকে আমার মধ্যে সুধীরের মূর্ত্তি দেখলেন নাকি? ও বাবা, তা'লে তো ওঝা ডাকতে হয়—(হাসি)

অশেষ। না—না, ব্যাপার কী জানেন মিসেস্—আচ্ছা আমি যে আমার স্ত্রীর ফটোটা পাঠিয়েছিলাম, সেটা আছে?

মানস। ফটো? } (একত্রে)
নীহারিকা। কই নাঃ! }

রাজেন। পাঠিয়েছিলেন? যথার্থ বাঁচিয়েছেন?

অশেষ। পান্‌নি—রেজিষ্ট্রারি করে—

মানস। না, পাইনি তো! তা'লে misdelivery হয়েছে—আবে মশাই পাড়াগাঁয়ের পিওন—ওঁর চিঠি দিয়ে আসে প্রায়ই নীহারুদ্দিনকে, সে শেষে ফেরৎ ছায়। আহা, দেখুন তো না জানি কার হাতে পড়েছে—

রাজেন। ঠিক তাই, আহা দেখুন তো? যে নারী-নির্য্যাতনের ধুম পড়েছে—ভদ্রমহিলার হয় তো—যথার্থ কোন্ গুণ্ডার হাতে পড়েছেন তার ঠিক কী?

অশেষ। সত্যিই পাননি?

মানস। নাঃ, আপনার দরখাস্ত একটা লম্বা খামে পেলাম,—কই কোন ফটো তো—নাঃ, সব অপিস আমার হাতে—কী বলেন রাজুবাবু? যাক্ এ আর কর্ত্তাকে জানিয়ে কাজ নেই—আবাব একটা বেগুনের দরের মতো হৈ-চৈ করবেন—

রাজেন। যথার্থ বউ থাকলে ফটো আবার হবে।

অশেষ। (স্বগত) উঃ খোদা, বাঁচালে! এই দুর্দ্দিনে চাকরীটা—আঃ! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, দেখুন আমার স্ত্রীর নামও নীহারিকা, আর দেখতে হুবহু—এই মিসেস্—excuse me please, একেবারে to each line!—মানে আপনি মিঃ মুখার্জ্জী, দু'জনকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিলে ধরতে পারবেন না, বেছে নিতে পারবেন না,—হয়তো আমারটিকে নিয়ে—(সকলের হাসি) তাই হঠাৎ আপনাকে দেখে,

সুধীরের case মনে পড়লো। তাঁর শরীর ভাল দেখে আসিনি—মানে in family way কিনা—

নীহারিকা। তা'লে তো আজই একটা খবর নিতে হয়,—আচ্ছা সকাল হোক একটা টেলিগ্রাম করে দেওয়া যাবে।—আচ্ছা আপনি এখন একটু ঘুমোন দেখি, ভয় নেই, আমরা এই পাশের ঘরেই আছি, দরকার হ'লেই ডাকবেন—বুঝলেন; কোন দ্বিধা করবেন না ? আর রাজেনবাবু এই মেঝেতেই শুচ্ছেন। ভয়ের কিছু নেই—ঘুমোন।

রাজেন। (স্বগত) যাক্ বাঁচালেন! চপলা থাকলেই—উঃ, অন্ধকার ঘর, ভাবতে পারিনে, তবুও আমি থাকবো—বেশী বাড়াবাড়ি করতে পারবে না, যথার্থ—

(নীহারিকাদের প্রস্থান—রাজেন মেঝেতেই একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো)

[সেই ঘরই—স্তব্ধ গভীর রাত; এক-চাপ নিবিড় অন্ধকারে ঘরটি আরো স্তব্ধ। বারান্দার একটি সবুজ ক্ষীণ আলোতে ঘরের অন্ধকার দূর হয়নি, তবে বিভীষিকা ভেঙ্গেছে—মানুষে মানুষে পার্থক্য বোঝা যায়। তীক্ষ্ণ শীত; চৌকীর ওপর অশেষ অঘোরে ঘুমিয়ে আছে, নীচে মেঝেতে শুয়ে রাজেন—ঘুমোয়নি, কারণ মাঝে মাঝে নড়ছিল। মানসের ঘরে যাবার দরজায় একটা ভারী পর্দা ফেলা। ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে এক এক টুক্‌রো স্তিমিত আলো ছিট্‌কে আসছে।]

রাজেন। নাঃ, যথার্থ ঘুমোবার কী যো আছে,—এদিকে ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে—কাঁহাতক আর জেগে থাকা যায়—

চোখের দু'পাতা এক জায়গায় করেছি কী যথার্থ হয় তো এসে জুটবে চপলা, হয় তো ঐ পাশের ঘরে জেগেই আছে, চুপচাপ্ এসে—কিন্তু আমি এখানে জলজ্যান্ত মানুষটা যথার্থ রয়েছি, তা সত্ত্বেও? কোন ঠিকানা—অন্ধকারে দু'জনে যথার্থ কিছু একটা করলেও, কী যথার্থ আমি কিছু বলতে পারবো? সোজা নাকের ওপর—নাঃ, একটু উঠে দেখি—(একটা চাদর জড়িয়ে উঠলো—অশেষ ঘুমিয়ে আছে কিনা দেখল—পর্দ্দা দিয়ে উঁকি মেরে মানসের ঘরটাও দেখে নিলো) যাক্, অশেষ-মাষ্টার ঘুমিয়েছে—আর ঐ ঘরে ওরা। (পর্দ্দার ফাঁকে দেখে) ঐযে যথার্থ চপলা শুয়ে—উঃ, কী সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন—যেন একটা সাদা নরম কোল-বালিস—যথার্থ মাষ্টারনী জড়িয়ে আছে তাকে—আমি যদি এই সময়ে মাষ্টারনী হতাম—উঃ, যথার্থ আমি আর ভাবতে পারছি না—নাঃ একটু কাছে গিয়ে দেখে আসি। (পর্দ্দাটা সরিয়ে দিলো, চপলার খাটের কাছে গিয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল)—(ফিস্ ফিস্ করে) এই যে চপল—আমার চপলা, চপলা যথার্থ আমার, সে চপলা আর নেই, যথার্থ সেই ছোট্ট মেয়েটি আমার গলা জড়িয়ে ধরে যথার্থ বলেছে 'রাজুদা, ঐ আমটা পেড়ে দাওনা' আম পাড়তে গিয়ে কস্ পড়ে, চোখের কোণে আমার সে কী ঘা—যথার্থ এক মাস ঘি গরম দিতে হয়েছিল—আর এখন যথার্থ একটি আস্ত যুবতী! কেমন

গোল গোল হাত-পা—মুখখানা কেমন—(হঠাৎ চপলা পাশ ফিরে শোয়াতে রাজেন চম্‌কে উঠলো) না বাই, আবার কেউ জেগে গেলে মুস্কিল বাধবে। (বেরিয়ে এসে পর্দ্দাটা সরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো) নাঃ, যথার্থ আর ভয় নেই—সব ঘুমিয়ে আছে। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নি।

(রাজেন প্রকৃতই ঘুমিয়ে পড়লো)

অশেষ। (ঘুমের ঘোরে) আঃ—মাগো! সুধীর, মাইরি তোর plan—

(চপলা দ্রুতপদে সন্তর্পণে এঘরে এলো—পর্দ্দাটা সরিয়ে)

চপলা। (মাথার কাছে বসে,—মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) কী মাষ্টার-মশাই কী—কাকে ডাকছেন?

অশেষ। (হঠাৎ জেগে) কে? মিসেস্ মুখার্জ্জী?

চপলা। না, আমি চপলা। আর একবার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে যে—দেবো?

অশেষ। দাও—তুমি কী সমস্ত রাত জেগে আছ নাকি? মিছিমিছি—

চপলা। (ওষুধ ঢেলে দিয়ে) না—না, আমি এক্ষুনি এলাম—আপনার কথা শুনে'। এখন কেমন বোধ করছেন মাষ্টারমশাই? কিছু খাবেন? এক কাপ ওভালটিন তৈরী করে দেবো?

অশেষ। না না, এতো রাতে! ওঁরা কোথায় চপলা? হ্যাঁ, দেখো একটু মাথায় হাতটা বুলিয়ে দেবে—বড় ঝিম্ ঝিম্ করছে।

(চপলা মাথার কাছে বসে চুলের মধ্যে আঙ্গুলের খেলা করতে লাগলো) আঃ, বাঁচলুম, মাথাটা বড় কেমন করছিল চপলা। (স্বগত) একেই বলে দৈব-দুর্বিপাক! প্ল্যান্ আঁটতে গিয়ে চপলাকে পেয়েও পেলাম না—যাক্, চাকরীটা টিকলে 'ধরি মাছ না ছুই পানি' পলিসি ফলো করা যাবে। সুধীরকে একবার আনা যাবে—এমন জিনিস অথচ সহরের ঘোর-প্যাঁচ নেই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা চপল, তুমি কী ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলে?

চপলা। কেন? বারে—খুব তো প্রশংসা-পত্র দিলেন?

অশেষ। না—না, তোমার নাম চপলা কিনা তাই, আর মেয়ে দুষ্টু অর্থাৎ চঞ্চলা হওয়াই ভাল—আমি খুব ভালবাসি—

রাজেন। (হঠাৎ জেগে শেষের শব্দ দুটোই শুনতে পেলো) (স্বগত) যথার্থ ধরেছি! রাতদুপুরে 'ভালবাসি'? ঠিক চপলা! (প্রকাশ্যে) কী মিষ্টার চক্রবর্ত্তী—ভুল বক্‌ছেন নাকি? যথার্থ (উঠে) ওকে? যথার্থ পাশে বসে'?—মিসেস্ মুখার্জ্জী যথার্থ?

চপলা। না রাজুদা, আমি! ওর মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দিচ্ছি! বড় নাকি অস্থির করছিল!—এখন আরাম লাগছে মাষ্টার-মশাই?—একটু—

রাজেন। যথার্থ—লাগছে! তুমি যথার্থ খুব ভাল মাথা মেসেজ্ করতে পার—(স্বগত) যথার্থ কখন উঠে এসেছে—? নাঃ—পাহারা দিয়ে কী হবে—? 'সিংকিং সিংকিং যথার্থ

ড্রিংকিং ওয়াটার—' আমার পালা শেষ হয়েছে—যথার্থ মোক্তারিই খেলো—এর চেয়ে যদি বাবুরী রেখে কবিও হতাম—(প্রকাশ্য) তা চপল—তুমি যথার্থ আর রাত জেগো না—আবার তোমার শেষে—হ্যাঁ, আর দেখো অতো কাছে যথার্থ বসো না—ওতে ওঁর বিদ্রিং ডিফিকাল্‌টি হয়, তা তুমি বরং শুতে যাও—আমি যথার্থ সব সেরে দিচ্ছি—!

অশেষ। হ্যাঁ—তুমি শুতে যাও চপলা! আমি এখন বেশ আছি!

(চপলার প্রস্থান)

আপনিও শুয়ে পড়ুন রাজেনবাবু—আমি এখন ঘুমবো—আর কোন ট্রাব্‌ল্‌ নেই—

রাজেন। আচ্ছা—তা দেখুন, দরকার হ'লে আমাকেই ডাকবেন—যথার্থ আর কাউকে ডাকবেন না—অর্থাৎ আমি কাছেই আছি, আর অল্‌ওয়েজ্‌ জেগে—আমি কী ঘুমিয়েছি ভাবছেন? সব দেখেছি—চপলা এলো যথার্থ তারপর—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়ুন। (স্বগত) নাঃ—আর ঘুম নয়! যথার্থ জেগে পাহারা দেবো—আর কতোই বা দেবো—টান্‌ দু'দিকেই, যথার্থ ইস্কুল—ইস্কুল—! আমার বাপের পিণ্ডি! যথার্থ বাপ্‌ মরলেও এতো দুঃখ হয়নি—ইন্‌সিওর ছিল! পঞ্চভূতের জীবন—ও যাবেই—দুঃখু নেই, টাকা পেলাম কিছু কড়্‌কড়ে—পিতৃশোক ভুলিয়ে দিলে—কিন্তু চপলা গেলে—? আচ্ছা যথার্থ—এই—এই ভালবাসার ইয়ে ইন্‌সিওর্‌ড্‌ হয় না? উঃ—হ'লে পঁই পঁই করে কোম্পানি

বড় হোয়ে যেতো—কোলকাতায় অঢেল ! অঢেল ! আমি হতাম যথার্থ পলিসি নম্বর 'ওয়ান্' ! নাঃ—ঘুমে যথার্থ চোখে ভেঙ্গে আসছে—কিন্তু ঘুমলেই— ! দি আইডিয়া—যথার্থ কী মাথা ! ঐ দরজাটা বন্ধ করে' যথার্থ ছিট্‌কিনি বন্ধ করে দি—উঃ আগে যদি করতাম—মাঝের ঐ যথার্থ love sceneটা হ'তো না—একেই বলে ভবিতব্য—নয়তো রাজেন বাড়রীর ভুল !

(রাজেন উঠে গিয়ে দরজার হুক্‌টা বন্ধ করে' এসে, শুয়ে পড়লো)

তৃতীয় দৃশ্য

[মানসের শোবার ঘর। সময় অপরাহ্ন, গোধূলির তীব্রচ্ছটা তখনো দিনের রেশ রেখেছে—তবে তার উগ্রতা নেই। হারু তার সে-ঘরের বৈকালিক কাজগুলো সেরে রাখছিল ; হাতে কাজ—মুখে তার গান]

হারু। (গান—অদ্ভুত সুর—বিস্মৃত ভাষা)

চেয়ো না—সুনয়না—আর চেয়ো না—
ও নয়ন পানে—(বলি হায়রে—এ—)
(ও) চোখে তার সুরমা আঁকা—চাউনি বাঁকা—
তা—না—নে—এ—এ
চলে নীল স'ড়ী—নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি—
পরাণ সহিত মোর—(আ—হাঃ)

(নীহারিকার প্রবেশ)

নীহারিকা। এই হারু—ও কী গান— ?

হারু। আজ্ঞে দিদিমণি—'এই গজল—নজরুলী গজল'—

নীহারিকা। সে জানি—কিন্তু ও গান শিখলে কোথায়—শুনি ?

হারু। আজ্ঞে—কেন ? ভাল ? তাওতো আমার গলা নেই—কিন্তু কোলকাতায় এই চারটের সময় যখন মেয়েদের ইস্কুলের বাস্ যেতো—তখন এই সাইকেলের দোকান থেকে ছেলেরা যা গাইত—সে কী চাউনি—যেন মিছরির ছুরি !

নীহারিকা। চুপ্—বেয়াদপ্ ! কোত্থেকে তোমাকে বাবু যোগাড় করেছিলেন শুনি— ?

হারু। আজ্ঞে রাস্তা থেকে—

নীহারিকা। কিন্তু এটা রাস্তা নয় জেনো—ভদ্রলোকের বাসা—এরকম করলে, তোমার চাকরী থাকবে না—

হারু। (স্বগত) কিন্তু যাবার আগে একহাত চেলে যাবো—এ শর্ম্মা সব ব্যবসা করেছে—(প্রকাশ্যে) না—দিদিমণি—ও গান আর গাইবো না। আমি জানতাম না আপনি পেছনে—তা'—'ভজ মন মেরী মাতার নন্দনে—ভজ মন—'

নীহারিকা। নাঃ—জ্বালালে দেখছি—কী বেয়াদপ্— । ওহে বাবু মেরী মাতা—তোমার কী একটুও শিক্ষা নেই— ?

হারু। এ তো—আজ্ঞে আপনারই গান—

নীহারিকা। হোক্, মনিবের সামনে কোন গানই করতে নেই—বুঝলে ?—এখন যাও—মনে থাকে যেন কথাটা—এখন যাও এ ঘর থেকে, আমার একটু কাজ আছে।

(হারুর প্রস্থান)

আর এই লোকটা খাটতে খাটতেই যাবে, দু'দণ্ড বসবার যো নেই—ইস্কুল, ইস্কুল! খেয়েই দৌড়িয়েছে বুড়োর বাসায়—যেন দু'দিনেই বুড়ো হয়ে গেছে—আমার সঙ্গে দুটো প্রাণ খুলে কথা ক'বারও ফুরসৎ নেই—কাজের ভারে কেমন যেন নীরস—বললাম ছুটি নিতে, তা বলে একা যাবো। আরে বাপু একা যে যাবে—এদিকে তো নিজের কাছার ঠিক নেই—। এই যে চপলা—

[চপলা ঘরে ঢুকলো—অসামান্য বেশ, হাতে একটা সোয়েটার কেনা—মাথার এলো খোঁপায় একটা মস্ত বড় বিলাতি ফুল গোঁজা]

চপলা। আচ্ছা মাসী—আমায় একটা গান শিখিয়ে দেবে ? তুমি জানো— ? নিশ্চয়ই জানো—কোলকাতার মেয়ে—অশেষদা বললে—

নীহারিকা। ভূমিকা ছাড়ো—কী গান বলো দেখি ?

চপলা। (সুর করে) অলপ বয়সে পীরিতি করিয়া—

নীহারিকা। থাক্—থাক্—বুঝেচি! ও গান তোমায় কে বল্লে—অশেষদা বুঝি ?

চপলা। হ্যাঁ, গানও করলেন—কী সুন্দর গলা—

নীহারিকা। তবে না তিনি গান জানেন না—দেখ, তুমি ছেলেমানুষ ও গান তোমার জন্যে নয়—বিয়ের আগে ও গান করে না।

চপলা। তবে যে রামী করতো—তার তো—

নীহারিকা। তর্ক করো না চপল—গল্পও বলেছেন নাকি তিনি? আচ্ছা আমি বলে দেবো'খন। হ্যাঁ চপল, তোমার মেসো তোমাদের বাসায়?

চপল। জানিনে তো—আমি সেই ন'টায় খেয়ে অশেষদা'র ওখানে গিয়েছি আর এই আসছি। হয়তো হবে—। আচ্ছা আমি যাই—মা হয়তো আবার ব্যস্ত হবে—

নীহারিকা। তোমার মেসোকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো তো গিয়ে—

চপলা। আচ্ছা— (প্রস্থান পিছনের দরজা দিয়ে)

নীহারিকা। মেয়েটা বড়ো পুরুষ-ঘ্যাঁসা—। সেবার দিনকতক ওঁর কাছে—আবার এই মাষ্টারকে ধরেছে। বয়সের দোষ—এ বয়সে মেয়েমানুষ যেন বাড়ন্ত লতা—একটা আশ্রয় না পেলে লুটিয়ে পড়ে। আর তা ছাড়া ঐ মাষ্টার! হ্যাঁ, দেখলেই প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে। যেমন রূপ—তেমনি গুণ!

ফার্ষ্ট ক্লাসের দাম চপল কী বোঝে—? ও আর একটাতেই ডুবেছে। হ্যাঁ, ছেলে বটে! আমি যদি আজ

বাঁধা না পড়তাম—? উঃ—সেই রাস্তায় যদি এর সঙ্গে দেখা হতো—ওঁর পার্টনার্‌শিপে যদি—যাক্, কিন্তু মানসবাবুও লোক ভাল। আমাকে ভদ্রলোক সত্যি প্রাণে ভালবাসে। যা হোক্ চপলাকে অতো মিস্‌তে দেওয়া ঠিক না—কেন ওটুকু বয়সেই—? আর ও ভদ্রলোকই বা কেমন? এতো রূপ—এতো গুণ, শেষে একটা গেঁয়ো মেয়েকে—না জানে লেখাপড়া—না কিছু আধুনিক! আমি এসে ওকে হাত-কাটা ব্লাউজ ধরালুম। বড় অকাল পক্ক মেয়েটা!

(রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। দেখুন, আপনাকে একটা কথা যথার্থ বলতে এসেছি। এই আমার একটু ব্যক্তিগত—না যথার্থ ব্যক্তিগতই বা কী ছাই—ও এম্‌নিও পাবো না—ওম্‌নিও! বিড়ালের ভাগ্যে যথার্থ সিকে আজকাল—নাঃ! দেখুন বলবো—? এ উপকারটুকু যথার্থ আপনিই করতে পারেন—আর—একবার যথার্থ আপনিই করেছিলেন।

নীহারিকা। বলুন না—এতে আর দ্বিধার কী আছে।

রাজেন। নাঃ—বলেই ফেলি। দ্বিধা—না—তার কিছুই নেই। তবে কী জানেন—হয়তো মনে করতে পারেন আমি নিজের স্বার্থের জন্যই—কিন্তু হ্যাঁ—এটা ঠিক জানবেন—রাজেন বাড়রী যথার্থ ইচ্ছে কর্লে অনেক সুন্দরী মেয়ে পেতে পারে—তবে যথার্থ ব্যাপারটা কী জানেন—ছোটবেলা

থেকে—আর এতোদিনে একটা মুর্গীর ওপরও যথার্থ মমতা হয়—তা নইলে কোলকাতার এক মেয়ে—চুঁচ্ড়োর সেই মেয়ে—কী রূপ—? বাপের যথার্থ মস্ত চামড়ার ব্যবসা—ভাবলাম যথার্থ চামড়া বিক্রী কর্ত্তে কর্ত্তে হয়তো চামার হয়ে গেছে—যথার্থ হয়তো মেয়ের গায়ের গন্ধটাও—যথার্থ শুঁক্তে দিলো না—হাঁ-হাঁ করে যেন গিল্তে এলো—

নীহারিকা। (হেসে) আপনি শুঁক্তে গিয়েছিলেন নাকি?

বাজেন। আজ্ঞে যথার্থ বোঝেন ত? এক বিছানায়—এই যদি আপনার গা দিয়ে চামড়ার, কী শুঁট্‌কী মাছের গন্ধ বেরোয়—রাতে মাষ্টার-মশাই যথার্থ কী আর টিক্তে পারবেন? আমি তাই বলেছিলাম—কিছু চাইনে—মেয়ে আমি শুঁকে নেবো—কিন্তু—তা যাক্—যথার্থ এবার আসল কথা। এই চপলাকে একটু বারণ করে দেবেন যেন ঐ নতুন মাষ্টারটার সঙ্গে বেশী না মেশে—আমার কী যথার্থ—এই কর্ত্তা-মাই বলেছিলেন—যে আপনাকে বলে দিতে—যথার্থ আপনাকে এই একটু যথার্থ ভয় করে কিনা—অবিশ্যি উনি লোক খুব ভালো—ওঁর বিষয়ে আমার কিছুই যথার্থ বলবার নেই—সোনার ছেলে—তবে কী জানেন যথার্থ চপলার এই বয়েসটা—বড়ো ভয়ের! যথার্থ যুবতী হয়েছে—এখন যথার্থ শরীরের সব জায়গায় একটা লিস্‌পিস্—যাক্—যাবে না কেন—? কিন্তু যথার্থ সময় নেই—আর অতোক্ষণ—সেদিন ঐ নীচের ঘরটায়

যথার্থ দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে দিতে—পাটা টন্ টন্ করতে লাগলো। যথার্থ এক প্যাকেট বিড়ি ফুরিয়ে গেল—তবু কাকস্য—? রাত করে—! আপনিই বলুন। আমার কী? যথার্থ কর্ত্তা-মা বললেন তাই আপনাকে—

নীহারিকা। আচ্ছা—আমি মানা করে দেবো—ছেলেমানুষ বোঝে না।

রাজেন। ছেলেমানুষ! যথার্থ সাড়ী ধরলেই মেয়ে যুবতী হ'লো! ও কী সাড়ী ধরেছে আজ!—যথার্থ আমিও মোক্তারি পাশ করলাম আর চপলাও যুবতী হ'লো—না দেখুন আমি যাই—বলবেন ওকে একটু বুঝিয়ে—আর না হয় ঐ মাষ্টারকেও একটু এই যথার্থ ইঙ্গিত দিয়ে দেবেন—পাড়াগাঁ—বুঝ্লেন তো? লোকে একবার গোঁ ধরলে—আচ্ছা আমি যাই! আবার একটু ইস্কুলে যেতে হবে—

(প্রস্থান)

নীহারিকা। করুক্ না ওরা যা ইচ্ছে—তাতে আমার কী! রাজেনবাবুর অবশ্য একটু মাথা-ব্যথা আছে। আরে ও-মেয়ে কী আর রাজেন মোক্তারকে চায়?—ও এখন রূপের স্বাদ পেয়েছে। বয়েসেরই গুণ। কিন্তু সে ভদ্রলোকই বা কেমন—? প্রেম করবার আর লোক পেলেন না! কোলকাতার ছেলে শেষে একটা গেঁয়ো—হারু—ও হারু—

দ্বিতীয় অঙ্ক

(হারুর প্রবেশ)

হারু। আজ্ঞে—

নীহারিকা। গ্যাখ—গিয়ে ঐ নতুন মাষ্টার-মশাইকে দেখি, বলো—দিদিমণি চা খেতে ডাকচেন—আর ঠাকুরকে দু'কাপ চা দিতে বলো— (হারুর প্রস্থান) যাই ততোক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে আসি। চুলটাও একবার জড়িয়ে নিতে হবে। ঝুলন্—ও ঝুলন্—

(ঝুলনের প্রবেশ)

গ্যাখ, বাথরুমে জল রেখেছ? নাকি রোজ বলতে হবে।

ঝুলন্। নেহি হুজুর—বহুক্ষণ রাখিয়ে হেসেছি—সাবুন্—তয়্লা—সবকুছ—।

নীহারিকা। বেশ করেছ—মালীকে বলে' একটা ভাল তোড়া আর কিছু খুচ্‌রো ফুল এনে এই টেবিলে রাখ—বুঝলে?

ঝুলন্। হুজুর— (নীহারিকার প্রস্থান) আরে—এই যে বামী! এসো এসো—বলি কি খবর আছে? আমাকে কী একেবারে ভুলিয়ে গেলে—কেমন কাপড় দিয়েছি—পছন্দ হয়েছে তো—আরে তোকে যা মানাবে—

বামী। মর্ মিন্‌সে—উনি এলেন এখন প্রেম কর্ত্তে—কে কোথায় শুনবে যে রে—? বলি তোর মাইজী কই? আমাকে খবর দিলে কেন?

ঝুলন্। মাইজী—? এখন নেই, আয় হুটো কথা কয়ে লি। হাজ যাবো সন্ধ্যের সময়—কী বলিস্—

বামী। খোট্টা বেটার সখ্ দেখো—নারে মুখ্‌পোড়া না, আজ একটু কাজ আছে—তোর মাইজী কইরে?

ঝুলন্। মাইজী বাথরুমে গিয়েছে। এই হুটো টাকা লে—বলি যাবো ত?

বামী। (টাকা আঁচলে বেঁধে) তা যাস্—! কিন্তু তোর মাইজীর সঙ্গে আর কে গিয়েছে? ফিরবে কখন?

ঝুলন্। (হেসে) বলতে মানা হাছে—দেরী হবে ফিরতে—হামি যাই—আবার মালীকে বলে ফুল আনতে হবে।

(যাবার সময় বামীর গাল টিপে প্রস্থান)

বামী। আ মর্! ওমা, এই তো দিদিমণি? বেটা কী মিথ্যে বলে!

(নীহারিকার প্রবেশ)

কী জন্তে ডেকেছিলে দিদিমণি?

নীহারিকা। ওঃ! হ্যাঁ দেখো, মাথাটায় বড় আঠা হয়েছে, কাল এসে একটু ঘষে দিয়ে যেও তো—একা একা পারিনে—ঐ উনি আসছেন, আচ্ছা এখন তুমি যাও। (বামীর প্রস্থান) এই যে আসুন মিঃ চক্রবর্ত্তী—নমস্কার!

(অশেষের প্রবেশ)

অশেষ। নমস্কার। হঠাৎ অসময়ে 'আবার আহ্বান'? মিষ্টার কই?

নীহারিকা। মিষ্টার না থাকলে আসতে কী আপনার মর‍্যালিটিতে বাধে নাকি ?

অশেষ। মর‍্যালিটি ? আধুনিক ছেলেদের মর‍্যালিটি ? সোনার পাথর বাটি—ও শব্দটির এখনো আমি origin পেলাম না।

নীহারিকা। origin সনাতনী বাবাদের ঈর্ষা। যাক্, বসুন। ওরে হারু, চা দে। দেখুন, আপনি আমাকে সোজা নাম ধরেই ডাক্‌বেন—আর 'তুমি'। আপনার স্ত্রীর নামও যখন—তখন তো—

অশেষ। যো হুকুম। কিন্তু logical conclusion করলে খুব লজ্জা পেতেন—যাক্। কিন্তু আমাকেও 'তুমি' বলতে হবে—নয় তো—

(হারু চা ইত্যাদি রেখে গেল)

নীহারিকা। সেটা পারবো না বোধ হয়—বিশেষ ওঁর সামনে, আচ্ছা চেষ্টা করবো। আচ্ছা আপনি সুকল্যাণীকে চেনেন ?

অশেষ। কোন্ সুকল্যাণী ? যিনি সংস্কৃতে ফার্স্ট হলেন ?

নীহারিকা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার বিশেষ বন্ধু। ওর যা একটা চ্যাপ্‌টার আছে—চমৎকার! চলুন বাগানে চা খেতে খেতে বলবো—থ্রিলিং—

অশেষ। এই শীতে বাগানে ?

নীহারিকা। শীত বলেই তো ? জড়তার মূল্য আছে। অম্বে ভাল, চলুন। হারু চা-টা আমাদের বাগানে দিয়ে যা।

(দু'জনের প্রস্থান—পশ্চাতে হারু চা নিয়ে গেল)

(ছুটি বিভিন্ন দরজা দিয়ে একই সময়ে মানস ও হারুর ঘরে পুনঃ প্রবেশ)

মানস। এই যে হারু, তোর দিদিমণি কোথায় রে ?

হারু। আজ্ঞে বাগানে—

মানস। এই শীতে—না, আবার ভোগাবে দেখছি। আচ্ছা জ্বালালো দেখছি।

হারু। বলচেন জমবে ভাল। নতুন মাষ্টার আর তিনি চা খাচ্ছেন।

মানস। ও, আচ্ছা তুই যা, আমাকে এই পাশের ঘরে চা দিয়ে যা —হ্যাঁ, আর গ্যাখ্—তোর দিদিমণিকে জানাস্ না যে আমি এসেছি—খবরদার !

হারু। আচ্ছা বাবু—

(প্রস্থান)

মানস। হুঁ, আবার দাবার চাল। বাবা পুরোণ ঘিয়ের দাম আছে—পুরোণ ঘা সারাতে অব্যর্থ। এইবার কম্লি ছাড়বো—ছুটি নিয়ে—একেবারে ছুটি। কোলকাতায় গিয়ে চট্‌পট্ একটা হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করে—ব্যস্! আর গ্র্যাজুয়েট নয়। উঃ, আইডিয়া যে এমন মারাত্মকে দাঁড়াবে কে জানে! একেই বলে খাল কেটে—না দেখি, ব্যাপারটি কোথায় দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘরে চুপ করে বসে থাকি, এ ঘরে আসলে কিছু সংগ্রহ করা যাবে। বাবাঃ

আগে একবার—নাঃ দরকার কী? ফাঁস করলে আমারও বদ্‌নাম—আর তাছাড়া কাপুরুষতা! ও-ই তো real স্বামী, আমি তো commercial।

(হারুর প্রবেশ চা নিয়ে)

ঐ ঘরে দে—আর আলো জ্বালিসনে, অন্ধকারেই খাবো—মাথাটা ধরেছে আলো সইবে না—চল্।

(উভয়ের প্রস্থান)

(হারুর পুনঃ প্রবেশ চা দিয়ে)

হারু। এ আবার আর এক পালা। স্থাখা যাক্, আমি মোচ্চা ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু—কিন্তু মাষ্টারনীকে একবার দেখাতে হবে—আমাকে বড় জ্বালায়! নিত্যি নতুন! গভীর জলের মাছ—স্থাখা যাক্! ভজ মন নন্দ ঘোষের নন্দনে— (তান ভাঁজতে ভাঁজতে প্রস্থান)

(অশেষ ও নীহারিকার প্রবেশ)

নীহারিকা। কেমন লাগলো?

অশেষ। চমৎকার! শীতের জড়তা ভাঙ্গল তোমার কৃপায়। ওর lifeটা কী থ্রিলিং, এত্তোদিন পরে নিজের হারান জিনিসকে বুকে তুলে নিলো—মাঝেরটা ভুলে যাও, তা হ'লে জমবে ভাল—

নীহারিকা। হ্যাঁ, প্রেম তার প্রথম বস্তুকে হারায় না—পরের গুলো ঝুটো, ওটা একটা সাময়িক অভাবের পূর্ণতা—চরিতার্থতা।

(পাশের ঘরে কী যেন ঝন্-ঝন্ করে ভেঙ্গে উঠলো)

ও কী ! বেড়ালে বোধ হয় কিছু ভাঙ্গলো, দেখি—তুমি একটু বসো—(পর্দ্দা সরিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ)

(নেপথ্যে)—কে ?

(আলোর স্থইচ টিপে) ওমা—তুমি ? এই অন্ধকার ঘরে ! পেয়ালা ভেঙ্গেছে ? তা ভাঙ্গুক, হারু কুড়িয়ে নেবে'খন। তুমি এসো, মিঃ চক্রবর্ত্তী ওঘরে—

(তার হাত ধরে নীহারিকার প্রবেশ)

এই যে বিড়ালটি চুরি করে' দুধ খেতে গিয়ে ধরা পড়েছেন —বস।

অশেষ। হালো, নমস্কার। অন্ধকারে ছিলেন যে—

মানস। হঁ্যা, বড় মাথাটা ধরেছে—

নীহারিকা। ধরবে না—দিন নেই, রাত নেই—ইস্কুল, ইস্কুল। মিঃ চক্রবর্ত্তী বস্থন—আর এক কাপ চা খান—ওরে হারু, তিন কাপ চা—

(সকলে বসলো)

মানস। (স্বগত) হুঁ, আমার সামনে 'আপনি' আর পেছনে 'তুমি', পুরোণ ধরে বুকে তুলে নেওয়া—প্রেমের প্রথম অধ্যায়কে আরাধনা। আমারটা তো সাময়িক অভাবের পূর্ণতা। বাবা, খুব কাজ চালিয়ে নিয়েছ ? (প্রকাশ্যে) হঁ্যা, খাটুনিটা খুব বেশী পড়েছে—কিছুদিন ছুটি নেবো ভাবছি।

নীহারিকা। আমি রোজ বলছি, একটু চেঞ্জ দরকার—আমি সঙ্গে যাবো বলে তো নিচ্ছ না? আচ্ছা আমি যাবো না, না হয় তুমিই দিনকতক ঘুরে এসো—'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'—খরচ বাঁচুক—

(হারু চা দিয়ে গেলো)

মানস। (স্বগত) তা তো থাকবেই—জম্‌বে ভাল। একেবারে গড়ের মাঠ। বাবুলাহাটির টিকিট আর কাটছিনে—একেবারে ডুব! (প্রকাশ্যে) না না, তা না, তবে এই বুড়ো-বুড়ী ছাড়ে না—সেবার দেখলে তো? দু'-দুটো ইস্কুলের ম্যানেজমেণ্ট—দেখি এটা খুলুক—

অশেষ। (একটা সিগ্‌রেট নিজে ধরালো—আর একটা মানসকে ধরিয়ে দিলো) আচ্ছা, আজ গুড্-নাইট করি—কাল আবার দেখা হবে।

নীহারিকা। চলুন আপনাকে সিঁড়িটা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, তুমি আর মাথা ধরা নিয়ে এসো না—অসুখ-বিসুখ না করে—বরং ওঘরে গিয়ে বসো, আমি আসছি।

(নীহারিকা ও অশেষের প্রস্থান)

মানস। হুঁ! বিদায়টা হওয়া চাই তো—রাতের বিদায়! আর ক'টা দিন কাটিয়ে দি চোখ-কান বুজে। আরে আমার তো গচ্ছিত ধন, যেন মর্ডগেজ নিয়েছিলাম—যাই ওঘরে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দু'মাস পরের কথা। পূর্ণ উৎসাহে ও উদ্যমে দুই স্কুলই চলেছে।
অশেষের ড্রইং-রুম, অন্ধকার ছিল ঘরটি—শোবার ঘরের
আলোর খানিকটা ভারী পর্দার ফাঁক দিয়ে এসে
ঘরটাকে একটু যেন পরিচিত করছিল।
তবে মানুষের মুখ চেনা যায় না]

(রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। নাঃ সন্ধ্যেবেলা যথার্থ কোথায় একটু বেড়াবো, তা না ওৎ পেতে বসে থাকো। জীবনটা যথার্থ জর্জ্জরিত—আমি যেন বদ্ধ গলির গাঁটকাটা! ঠিক আসতে দেখেছি—ঠিক ঢুকেছে ঐ ঘরটায়—ঐ যে কথা! কর্ত্তাবাবু বলে চপলা ছেলেমানুষ, হুঁ—মেয়েমানুষ তো! ওরা যথার্থ এ বিষয়ে ন' বছরেই সাবালক হয়। একা মাষ্টার—যুবক, এই নিরালা সন্ধ্যেবেলা, সব জ্ঞান টন্‌টনে—আর আমি শালা, এই অন্ধকারে পাহারা দিচ্ছি, যেন যথার্থ চোর। নাঃ আর ছেড়ে দেবো, ও আর পাওয়া যাবে—দুত্তোর, মেয়ে যথার্থ

অনেক জুটবে—ঐ, ঐঃ পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে—দেখেছ, যথার্থ কতো গা-ঘেঁষে বসেছে, যেন আঠালু যথার্থ, আর ঐ মাষ্টার ব্যাটা ওর দু'খানা হাত নিয়ে ওকী করছে যথার্থ—দু'খানা যেন··· ··· ··· ···ও বাবাঃ—ঐ যে আবার! ও—বা—বাঃ! যথার্থ আর বেকার চেষ্টা! এ একেবারে শেষ অঙ্ক, ছুঁড়ির পেটে এতো বিদ্যেও যথার্থ ছিল, তাই রোজ আসা হয়—যেন পায়খানা, না গেলেই যথার্থ চলে না। যাই, কালই সব দেবো ছেড়ে—কিন্তু যাবার আগে দেখিয়ে দেবো রাজেন্দ্রনাথ বাড়রী—

(হারুর প্রবেশ)

হারু। কে ঘরে, অন্ধকারে বসে—

রাজেন। কে হারু—এই আমি যথার্থ—! তা তুমি একটু মাষ্টার-মশাইকে যথার্থ খবর দেবে—আমি একটু দেখা করতে চাই—কে যেন আছেন, যথার্থ এটিকেটে বাধে—

হারু। ও তো বড়-বাড়ীর দিদিমণি—টিকিটে আবার কী বাধে? কোথাকার টিকিট সিক্রিটারীবাবু—? পটলডাঙ্গার দিতে পারেন—পটুলিকে একবার—

রাজেন। হুঁ—যথার্থ পটলডাঙ্গারই—তা দেবো—তুমি একটু খবর দাও দেখি—দু'জনে একটু ভাগাভাগি—, যথার্থ আলাদা হোক তো—

(চপলার প্রবেশ—ওঘর থেকে)

চপলা। কে হারু? কার সঙ্গে টিকিট কাটছো—? ও মা—রাজুদা যে! কী দরকার রাজুদা—? মাষ্টার-মশাইকে—? আহা, শোনেননি!—তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন—এক্ষুনি টেলিগ্রাম এলো—এখন খুব মুষ্ড়ে আছেন—আপনি বরং কাল আসবেন—এখন যান—

রাজেন। তা বরং যাচ্ছি। তোমার যথার্থ ইয়েতে আর বাধা দিতে চাইনে—আহা—স্ত্রী মারা গেলেন—বড় মুস্কিল হ'লো যথার্থ—এতোদিন তবুও একটা যথার্থ কাছাটান্ ছিল—এবার—এবারই সব যাবে—আচ্ছা আমি যাচ্ছি—মুষ্ড়ে আছেন—তা তুমিই তো আছ—! কালই ছুটি নিন্—অন্ততঃপক্ষে মাস খানেকের, কী আরো বেশী—যথার্থ মন খারাপ হ'লে চাকরী ছেড়েও দিতে পারেন—

(দামোদর, মানময়ী, মানস ও নীহারিকার প্রবেশ)

দামোদর। কে চাকরী ছাড়বে রাজু—মাষ্টার? কেন? কই মাষ্টার—? চপলা ডাক্তো এখানে—

(অশেষের প্রবেশ—মর্ম্মাহত যেন)

কী গো সন্ন্যেসী হবে নাকি?—চাকরী ছাড়বে কেন? পুরুষের বৌ মারা যাবে না তো, কী মেয়েদের যাবে—? ছিঃ দুঃখ করতে নেই!

(সকলে বসিলেন)

রাজেন। আজ্ঞে না—উনি কেন ছাড়বেন—? ঐ ছট্টু ছাপরাশীটা —না দেখুন আমি যাই—যথার্থ কাল আবার একবার সদরে যেতে হবে—মোক্তারীটা এবার সুরু করবো যথার্থ—আর কতোদিন যথার্থ ভূতের বেগার—

(প্রস্থান)

মানময়ী। তুমি ভাই অমন মন-মরা হ'য়ো না—শরীর ভেঙ্গে পড়বে যে—! বউ গেলে শোক করতে নেই—পুরুষের লজ্জা করে না? লোকের দু'বার তিনবার যাচ্ছে—ওটা মদের নেশা—ছুটে গেলে আর মনে থাকে না—সতী-লক্ষ্মী সে—তা পেটেরটা আছে ত?

নীহারিকা। ডেলিভারী হোতে বুঝি—? আহা—বেচারা—

অশেষ। আজ্ঞে না—দুটোই গেছে! তা ভালোই—আবার ওটাকে কে দেখতো দিদিমা—তিনকুলে কেউ নেই যার—! দেখুন আমাকে দিন পনেরর ছুটি দিন কাল থেকে—একবার শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে আসি—তাদের আদুরে মেয়ে—সবে সেদিন—

দামোদর। বেশ ত—যাবে বৈকি! তবে চট্ করে ফিরে এসো। দুঃখ কী—নতুন বয়েস—আমাদের কালে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত বিয়ের বয়েস থাক্‌তো—

মানস। (স্বগত) আমাকে যেন ভোজবাজী দেখাচ্ছে—উঃ কী দারুণ ছেলে—কেমন কায়দাসে পালাচ্ছে! সব যেন আষাঢ়ে স্বপ্ন—জোড়ে যাচ্ছেন না তো—? আমার মুখে

থুথ্ না দেয়— !! কোলকাতায় গিয়ে একবার এঁর পায়ের ধূলো নিতে হবে—

(প্রকাশ্যে—নীহারিকাকে)

কোলকাতা যাবে তো যাও না—সকলের সঙ্গে একবার দেখা-শুনা করে', আবার এঁর সঙ্গেই না হয় ফিরো— আমার যাওয়া হয় কি না হয়—

নীহারিকা। না—তার দরকার নেই, তুমি না গেলে যাবো না! একেবারে গরমের ছুটিতেই যাবো—

মানময়ী। শুনলে গো—আর তুমি তো খাজনা আদায় করতে যেতে পাঁচ দিনের নাম করে', কাটিয়ে আসতে এক মাস! আগেকার বউ ছিল একটা মেয়েমানুষ—সে যন্ত্রতন্ত্র মিললেই হ'লো—

দামোদর। ছাখো গিন্নী—মিছে বলো না—তোমায় ছেড়ে গিয়ে সেখানে সারারাত বিছানা হাতড়িয়েছি—একবার তো, পাশে ছিলেন নায়েবমশাই—তার মুখে ঘুমন্ত চোখে—

মানময়ী। থাক্ থাক্—ও গল্প অনেকবার শুনেছি—মেয়ে রয়েছে সামনে! বুড়ো হচ্ছ আর তোমার মুখ বাড়ছে—হ্যাঁ—ছাখ, তোমার নতুন নাতীকে আজ আর এ বাসায় একা রেখো না—গ্রহশান্তি না হ'লে একা থাকতে নেই, আজ রাতে আমাদের বাড়ীতে থেকে কাল সকালে কোলকাতা চলে যাবে'খন!

দামোদর। ঠিক বলেছ গিন্নী—তাই করতে হবে! তবে চলো

এখন ওঠা যাক্—বাড়ীতে গিয়ে বসা যাবে—নাতীকে টাকা-পয়সা দিয়ে রাখি, কাল আবার সকালে তাড়াহুড়ো —কিছু বেশীই তুমি নিয়ে যাও নাতী—বিপদের সময়—বুঝলে না—? কতো দরকারে লাগে—চলো যাই—নাতবৌ তুমিও চলো—বাড়ী পরে যেয়ো।

মানময়ী। ছাখ—হারুকে বলে যাই—এঘরে শুতে! বাড়ী খালি রাখতে নেই—দোষ আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে। ওরে ও হারু—হারু—ছাখ্ তো মা চপল—ব্যাটা বোধ হয় কোথাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে—

(চপলার প্রস্থান)

তুমি মন-মরা হ'য়ো না ভাই—সে ছিল সতী-লক্ষ্মী—সিঁথির সিঁদুর বজায় রেখে—(উদ্দেশে নমস্কার করে') আমি অমন যেতে পারি—!

দামোদর। যাও না, আমি অমনি চট্ করে' একটা ডাগর দেখে—

মানময়ী। তা আর জানিনে—তোমাদের তো ওটা মুর্গী পোষা—ডিমও খাবে—মাংসও খাবে—বিয়ে তো পুরুষের মুদ্রা-দোষ—

দামোদর। অগ্নি ঠোঁট ফুললো—দেখছ নাতবৌ এখনো অভি-মানের জালা! ঐ যে হারু—এই হারু—তুই আজ এই ঘরে শো—বুঝলি—? বাড়ী আর যেতে হবে না! মাষ্টার-মশাই আসবে না—ব্যাটা বাড়ী খালি রেখেছ কী—চল সব—চপল তোর অশেষদাকে কথাবার্ত্তা বলে একটু

ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখ্—আহা, ও কী ভোলা যায়—বিয়ে করে লোকে পরীক্ষার পড়া ভোলে—

(সকলের প্রস্থান)

(হারু তাদের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে একখানা সোফায় বসে পড়লো)

হারু। একেই বলে একদিনের রাজা—আজ রাত-ভর আমি রাজা—ঠিক এই সময় যদি বামী আসতো—তাকে করতাম রাণী! তা ভাগ্যে নেই যার—হ্যাঃ! এইবার একবার ভোঁ করে গিয়ে পটুলিকে নিয়ে আসবো—দেখুক এসে—! বষ্টমী যে হবে,—ভয় দেখায়—তার সোয়ামী আর কোলকাতার ভিকিরী নয়। এবার তাকে নিয়ে আসবো—সবাই সস্ত্রীক থাকে, আমি কী দোষ করেছি—এখন যাই চট্ করে বামীকে ডেকে আনি—একটু মৌতাত হওয়া যাবে। ঐ যে কার ছায়া—কে? বামী নাকি লো—? আরে এসো এসো—(সুর করে') 'তোমারি লাগিয়া পথ পানে চেয়ে—'

(রাজেনের প্রবেশ)

রাজেন। কে? যথার্থ হারু?—থাম্কা গান্—? বাবুরা কোথায়?

হারু। কে? সিকর্‌টিরি বাবু! আমি বলি—ছোঃ! তা কী খবর! এই রাতে?

রাজেন। এই মাষ্টারের খোঁজে। তা যথার্থ আছেন? আর কে কে আছেন? বলতে পারো—এই একটা বিড়ি খাও দেখি—

হারু। কেউ নেই—সব বড়-বাড়ী! মাষ্টার-মশাই আজ রাতে ওখানেই থাকবেন—বউ মরেছে কিনা—

রাজেন। ওখানেই? এই সেরেছে? যথার্থ চপলা আছে ও-বাড়ীতে—রাতে একা একা—বুড়ো সব ডোবালে। বোঝে না তো, ভাবে ওদের কালই বুঝি আছে—আরে এ যুগ যে যথার্থ সাব্‌মেরিণের যুগ—সব ডুবে ডুবে—তা মেয়েটাকে লেলিয়ে দিলে না ত? সোনার-চাঁদকে যথার্থ টেনে রাখতে? বউ সবে মরেছে—এ সময় কী যথার্থ মেয়েমানুষ কাছে থাকা সেফ্?—সেই জন্তেই দশ দিন কামানো মানা—যথার্থ মেয়েমানুষ যাতে ভয়ে কাছে না আসে—তা হারু, একটা কাজ করতে পারবে—? তোমাকে মোটা টাকা দেবো—

হারু। না বাবু—সেবার একবার আপনার জন্তি—উঃ, এখনো পিঠে দাগ্ আছে—খট্‌মটের সে কী পট্-পট্ বেত্—! আপনি ভদ্দর লোক, এসব কী নজর বাবু—?

রাজেন। যথার্থ নজরটা শুধু আমারই, তোমার নজরে পড়েছে—যথার্থ প্রথম থেকে আজ রাত পর্য্যন্ত এই টাগ্-অফ্-ওয়ার, ভাব দেখি—হুঁ—! আমার নজরের জন্তই সব—যথার্থ সব সজোড়ে আছে, নয়তো কবে বে-জোড় হয়ে যেতো।

তা ভ্যাখ, তোমাকে পাঁচ টাকা দেবো—যথার্থ একটু উপকার—(হারুর হাত ধরলো)

হারু। আহা, হাত ছাড়ুন বাবু—অন্ধকারে কেউ দেখলে কী ভাববে—কেউ দেখে একজনকে ঠিক মেয়ে ঠাউরে নেবে—আপনার একটা বদ্‌নাম—আর এবার বড়বাবু ধরলে আর ছাড়বে না—চাকরীটা গেলে আবার কোলকাতায় গিয়ে অন্ধ হ'তে হবে—এবার পটলিকে আনবো ভাবছি—শুভকম্মে আর বাধা দেবেন না বাবু—।

রাজেন। যথার্থ চারিদিকে তোমাদের শুভকর্ম্ম! আর আমারই যেন যথার্থ দুগ্র্হ লেগেই আছে—নাঃ যাই দেখি একবার বড়-বাড়ী—যদি কিছু ব্যবস্থা করা যায়। এই রাতে, বউ-মরা ছেলে দিয়ে—সোমত্ত মেয়ে দিয়ে—কর্ত্তার বাহাত্তুরে পেয়েছে— (প্রস্থানোদ্যম)

হারু। বাবু—শুনবেন একটু।

রাজেন। কী যথার্থ রাজি? তা জানি—তুমি কী কম ভালবাস? খুব ওবিডিয়েন্ট—যথার্থ—

হারু। না—বাবু তা নয়—এই যাবার পথে বামীকে একটু পাঠিয়ে দেবেন—বিশেষ কাজ, মাষ্টার-মশায়ের হুকুম—তা আমি বাড়ী ছেড়ে যাই কী করে'—যদি দয়া করে'—

রাজেন। যথার্থ আমার সময় নেই—খাইনি এখনো—বড়-বাড়ীতে কতক্ষণ যথার্থ থাকতে হয় কে জানে—? তুমি খুঁজে আনো। উঃ—বাইরে কী অন্ধকার—যথার্থ চপলার

জন্তে একদিন দেখছি সাপেই খাবে! এতো কষ্ট, তা—উঃ—যেন ষ্টোন্ যথার্থ—! নাঃ—রামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছিলেন,—"কামিনী কাঞ্চন"—নাঃ, যথার্থ ওদিকে এতক্ষণে হয়তো— (প্রস্থান)

হারু। দু'দিকেই সমান ফুট্‌ছে—। দেখি কী হয়। দুত্তোর লেখাপড়া—মেয়েজাত লেখাপড়া শিখলেই—ধিঙ্গী। এই তো পট্‌লি—হ্যাঁ ভয় দেখায় বটে যে বোষ্টমী হবে—কিন্তু আমায় ছাড়া—এই তো সেবার সেই দুখীটাকে—খ্যংরা দিয়ে—। যাই একবার বামীকে দেখে আসি—

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এক মাস পরের কথা ; মানস মাষ্টারের ড্রয়িং-রুম। হারু নিশ্চিন্ত মনে মানসের সিগ্রেটের কৌটো থেকে একটা সিগ্রেট বের করে' সবে ধরিয়েছে—এমন সময়—]

(মানস বেগে প্রবেশ করলো)

মানস। এই হারু—তোর—ওরে বেটা তুমি চুরি করে সিগ্রেট খাচ্ছ—(হারু তাড়াতাড়ি কোন উপায় না পেয়ে স্বল্প-দগ্ধ সিগ্রেটটি পুনরায় কৌটোর মধ্যে রেখে দিল) ওরে বেটা গর্দ্দভ—ও কি করলি—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যে—নে.

বেটা ওটা নিয়ে যা—বের কর শিগ্গীর—(হারু তাই করলো) যা শিগ্গীর তোর দিদিমণিকে পাঠিয়ে দে—জল্দি—আমি বসলুম এখানে—আর দু'কাপ চা। "হারি আপ্ ম্যান্"—বেটার সখ্—তাই দু'দিনেই টিন খালি হয়।

(হারুর প্রস্থান)

উঃ খোদা খুব বাঁচিয়েছে—রামায়ণ লিখতে গিয়ে ভূমিকাই ভুল—সীতার বনবাস দিয়েছিলাম আর কী—কই রে তোর দিদিমণিকে পাঠা—শিগ্গীর—হ্যালো—'মাই নেব্যুলি—my star-dust—dear, darling—'

(নীহারিকার প্রবেশ)

নীহারিকা। কী ক্ষেপে গেলে নাকি—অত ইংরেজি-আদর হঠাৎ—? বিলিতি মদ খেয়েছ নাকি! চারিদিকে চাকর ঠাকুর—ওরা ভাববে কী বলো তো—

মানস। যা ইচ্ছে ভাবুক—পর-স্ত্রী তো নয়—ভাববে বাবু বউ-পাগ্লা—

নীহারিকা। ভাববেই তো—বউকে আদর করবার জন্য সময় ও স্থান আলাদা থাকে। রাস্তা-ঘাটে—

মানস। বটে! নিজের বউকে আদর করবো লুকিয়ে—কেন এ কী পরকীয়া প্রেম করছি—আধুনিক যুগ! যাক্ বাজে কথা, তুমি কী করছিলে? হাতে ও কী লেগে?

নীহারিকা। পরশু কোলকাতা যাবে—তাই দু'খানা মাছের চপ্

করছিলাম নিজের হাতে! তাই কী হ'লো—হঠাৎ যেন ডাকাত পড়লো!

মানস। চুলোয় যাক্ চপের মাছ—যাবো না কোলকাতায়।

নীহারিকা। কেন কী হ'লো? এই না ক'দিন ধরে মুখে বর্ষা নামিয়েছিলে! আমি যেন একটা পাপ—তাই-না গেলুম না! যাও বাপু তুমি একলাই যাও—সঙ্গে থাকলে ফূর্ত্তির বাধা পড়তে পারে! কিন্তু দেখো, আবার যেন পার্টনার্‌শিপে অন্য কোন চাকরী—

মানস। সেই জন্যেই তো যাবো না—কোলকাতায় বড় ছেলে-ধরা এসেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে—ইয়ং ম্যান্ দেখছে কী ব্যস্—

নীহারিকা। ত্থাথ, ঠাট্টা ভাল লাগে না। যাই—ঠাকুর আবার ছাই করে রাখবে—(প্রস্থানোদ্যম) আঃ কী যে করো—অমন খপ্ করে কাপড় চেপে ধরো কেন? একটা আবরণ নেই। কাল রাতে বললুম—এসো একটু গল্প করি। চলেই তো যাবে—পনের দিন কী করে কাটবে তাই ভাবছি—তা তখন যেন কুম্ভকর্ণ হ'লে! সেই যে পাশ ফিরলে—আর দিন-দুপুরে প্রেম, ভাগিস্ বাড়ন্ত ছেলে নেই—তা'লে সে যা ডেঁপো হ'তো—

মানস। সত্যি যাবো না কোলকাতায়—তুমি হাত ধুয়ে এসো দিকি, সব বলছি—আর চপ্ ঠাকুরকেই ভাজতে বলো—আসছ তো? নয়তো গিয়ে ঠাকুরের সামনেই—বুঝেছ?

নীহারিকা। তা তুমি পারো! আচ্ছা আসছি। (প্রস্থান)

মানস। উঃ, আর একটু হ'লে সব টুপ্ করে তলিয়ে যেতো—আবার হয় তো সেই বেকার—সেই কোলকাতায় ফুট্পাতে ফুট্পাতে, এখানে হাত পাতো, সেখানে হাত পাতো, নো ভেকেন্সি। এই যে সুখ, সাজানো সংসার, টুপ্ করে যেতো·—ভাগ্যিস্। একেই বলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা। ভাগ্যিস্ ফটোটা আজ আবার পরীক্ষে করেছি—কাগজটা তুলতেই সব জ—ল্ হয়ে গেল। হ্যাঁ, আলবৎ ছেলে এই অশেষ চক্রবর্ত্তী, যেমন পড়াশুনায়, তেমনি practical lifeএ। চালাক বটে! আমার বাবা। আহা গরীব বেচারা, আমি ওর দুঃখ বুঝি—একই পথের পথিক, যাক্ সব চাপা দি—আর এ বেচারীর ওপর বেকার সন্দেহ, আরে তা কী হয়—যে পার্টনার্‌শিপে আসতে চায় না, সে বেমালুম কেঁদে বুকে লুটিয়ে পড়লো—যতোই গ্র্যাজুয়েট·হোক বাংলার মেয়েরা—ঐ কী বলে, 'বুক ভরা মধু'—তাই তো বাংলা। বুকে ও-জিনিস আর কোন দেশে—

(নীহারিকার প্রবেশ)

বসো—ঠিক আমার এই পাশে বসো দেখি—না না,. কোন কথা শুনবো না। লক্ষ্মীটি—ওরে হারু চা দে—·ব্যাটার হুঁস দেখো।

(নীহারিকা পাশে বসলো। মানস এক হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো)

নীহারিকা। আঃ, কী করো, এক্ষুনি হারু আসবে—

মানস। হারু কেন, আমার মৃত বাবা আসলেও ছাড়ছিনে—উঃ, আর না, আর তোমাকে ছাড়া নয়—

নীহারিকা। কী হলো তোমার? সিদ্ধি খাওনি তো? সত্যি কোলকাতা যাবে না?

মানস। না গো না—সত্যি যাবো না। একেবারে গরমের ছুটিতে মুগালে।

(হারু চা রেখে গেল, মানস পূর্ব্ববৎ)

কিন্তু এদিকে এক খবর, বুড়ো অশেষের সঙ্গে চপলার বিয়ে ঠিক করেছে, অশেষও রাজি—এই তো তার বাড়ী থেকে আসছি।

নীহারিকা। বলো কী! এখনো দু'মাস হয়নি তার বউ গেছে। পুরুষমানুষ তো এই দামের, আজ আমি মরি—কালই তুমি আর একটা পার্টনারশিপ্ যোগাড় করবে।

মানস। আর যদি আমি মরি? কালই তুমি শুধু চাকরীটা খাতিরে—

নীহারিকা। (মুখ চেপে) থাক্ থাক্ হয়েছে, মেয়েমানুষ অতো কাঙাল নয়, তারা বিধবা হয়—তোমরা হও?—ওগো ছাড় ছাড়, ঐ দাদামশাইরা আসছেন—

(দামোদর ও মানময়ীর প্রবেশ)

দামোদর। যাক্, চক্ষু সার্থক হলো। প্রাতে যুগল-মূর্ত্তি—দেখলে তো গিন্নী? বুঝলে নাতি, আমারো মাঝে মাঝে সাধ হয়

অমনি গলা জড়িয়ে ধরি—তা গিন্নীর তখন—হয় হাতে ময়দা নয় মুখে মিশি—একেবারে কালীমূর্ত্তি। আর রাতে ওঁর কোমরে বাত। নাঃ বুড়ো হওয়াই পাপ, বউ তখন একটা অলঙ্কার মাত্র।

মানময়ী। আর তুমি বুঝি এখনো যুবাই আছ, না? ইস্কুল—বদন সরকার—এই তো সেদিন 'ওরে ব্যাটা বদন' বলে আমার চুল ধরে ঘুমের ঘোরে এই টান—মাথাটা চন্ করে ধরে উঠলো। মেয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো—বদনের সঙ্গে রাত্তিরে বাপের প্রেমালাপ দেখতে।

দামোদর। আচ্ছা—আচ্ছা, সে পরে হবে। তা নাতবৌ, শুনেছ অশেষের সঙ্গে চপলার—

নীহারিকা। হ্যাঁ, এই মাত্র শুনলাম। তা বেশ হবে, অমন ছেলে—তা হাতে তো বেশী দিনও নেই, দিন বিশ-পঁচিশ হবে। কোলকাতায় লোক পাঠান, জিনিস-পত্তর, গয়নাগাটি—

দামোদর। সেই সব ঠিক কর্ত্তেই তো এলাম। কী কী দিতে হবে, তুমি আজকালকার মেয়ে, একটা হদিস্ দাও দেখি; রাজেন আর নাতিকে পরশু পাঠাবো—আর রাজেনটারও একটা ঠিক করেছি—বড় অনুগত আমার, খুব খেটেছে তুই ইস্কুলের জন্যে—ঐ অক্রুর সঙ্গে। ওরে কে আছিস—

(নেপথ্যে—'আজ্ঞে')

একবার রাজেনকে ডাক্ তো।

মানময়ী। নিশ্চয়ই, আমাকে একবারে মা'র মতো দেখে, আর ঐ চপলার জন্যে তো অস্থির। দিন নেই রাত নেই পেছনে পেছনে ঘুরছে—এই যে রাজু এসে পড়েছে।

(রাজেনের প্রবেশ)

দামোদর। এই যে রাজু, তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম—তা এসেছ, বসো একটা পরামর্শ আছে।

রাজেন। (বগল থেকে ফাইল নামিয়ে) আজ্ঞে যথার্থ মাষ্টার-মশাইয়ের সঙ্গে এই ফাইলের কাগজ-পত্তর সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ছিল—রেজিষ্ট্রারকে সেই চিঠিটার জবাব—

দামোদর। আরে চুলোয় যাক্ তোমার জবাব—এখন এদিকে—

রাজেন। যথার্থ আবার কী হলো! বদন সরকার, না এই নতুন মাষ্টার কোন গোলমাল যথার্থ—এই জন্যেই তো—তা বউটা মরবে কে জানে যথার্থ! আর একটা বিয়ে করতে নোটিশ দিন, আর বলুন সস্ত্রীক থাকতে, এই rule এ ইস্কুলের—তা নইলে যে রেটে চলছে যথার্থ বিপদ ঘনীভূত—

দামোদর। তাই থাকবে, চপলার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করেছি—৭ই বিয়ে। সস্ত্রীকই থাকবে, তোমার আইন বজায় থাকলো। তুমি পরশু নাতীকে নিয়ে কোলকাতায় যাও বাজার করতে।

রাজেন। (ফাইল পড়ে গেল) যথার্থ যবনিকা। ঠিক জানতাম—তা যাবো কোলকাতা। (স্বগত) কিন্তু যথার্থ বাব্‌লাহাটি আর নয়।

দামোদর। ছাখ বাজু, তোমাকে আমি ছেলেব মতো স্নেহ করি—

বাজেন। আজ্ঞে তার প্রমাণ পেলাম। যথার্থ ছেলে হতে চাইনি। আইনতঃ—ছেলে হলে যথার্থ কাজে দিতো।

দামোদর। আবে রাখো তোমাব আইন, আইনই ডোবাবে। তোমার বিয়েও ঠিক কবেছি ঐ অরুর সঙ্গে। তোমার মা'ব মত আছে—তোমাব কর্ত্তা-মাব ইচ্ছে, আমাবও—

রাজেন। যথার্থ কোন্ অরু? যথার্থ সেই চোখ-কটা মেয়েটা—ওর চোখ দেখলে যথার্থ আমারও চোখ বুজতে ইচ্ছে করে। মনে হয় যেন এক্ষুনি যথার্থ 'ম্যাঁও' কবে উঠবে—না দেখুন, মেয়েজাতকে আর বিযে কববো না—

দামোদব। তুমি থামো। তবে কী পুরুষকে বিয়ে করবে? বে-থা করে এখানেই থাক, মোক্তাবী ছাড—ঐ মোক্তারীই তোমাকে ডুবাচ্ছে। পুরুষকে বিযে কবতে আইন দিচ্ছে? অমত নয়, তাদেব আমি কথা দিযেছি—তোমার দুঃখু আমি ঘুচিয়ে তবে চোখ বুজবো।

রাজেন। দেখুন যথার্থ আপনিই আমাব সব, অবাধ্য হবো না। তবে ঐ মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে—না দেখুন আমি যাই, যথার্থ মাথাটা ঘুরছে, যেন যথার্থ নাগরদোলায় চড়েছি।

(ফাইল ফেলেই প্রস্থান)

দামোদর। চলো আমরা ও-ঘবে গিয়ে সব ফর্দ্দ করে ফেলি। ওটা এখনো নাবালক আছে, নইলে পুরুষ বিয়ে করতে চায়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজেনের শোবার ঘর—সময় সন্ধ্যা, ঘরটি স্বল্পালোকিত। রাজেন তার বিছানার কোলের মধ্যে একটা বালিস গুঁজে বসে আছে]

(রাজেনের মা'র প্রবেশ)

রাজুর মা। ছাখ্ ভর সন্ধ্যেবেলা অমন গালে মুখে হাত দিয়ে বসে থাকিস নে—ওঠ্! একবার বড়-বাড়ী যা দেখি—এই ফর্দ্দটা দিয়ে আয়! নে—ওঠ্—

রাজেন। আবার মা যথার্থ বড়-বাড়ী! আর যথার্থ কোন্ প্রাণে যাবো! গেলেই প্রাণটার মধ্যে হু হু করে ওঠে!—সেই ঘর—সেই দোর—সব ঠিক আছে—শুধু যথার্থ—না মা, তুমি বলো না আমায়—আমি যথার্থ পারবো না।

রাজুর মা। ছাখ্ অমন করতে নেই—কর্ত্তা তোকে এতো করেন—এই তোর বিয়ের সব খরচ স্কন্ধে নিয়েছেন—নগদটা আমাদের একেবারে লাভ—

রাজেন। বিযে? যথার্থ বলো কী তুমি—? মেয়েজাতকে আর বিয়ে নয়—আমি যথার্থ চিরকুমার থাকবো—যথার্থ ছুনিয়াকে—ঐ চপলাকে দেখাবো যে—রাজেন বাড়রী পুরুষ—বিয়ে না করলেও যথার্থ সে সবার বুকের উপর দিয়ে—মা দেখো—চলো যথার্থ সদরে যাই, মোক্তারী করে যা পাবো—

রাজুর মা। আচ্ছা সে তো পরে—ছিঃ বাবা, রাগ করে না। তোকে নিয়ে আমি বেঁচে আছি, আমার দুঃখু—আর পুরুষ বিয়ে না করলে কী সৃষ্টি চলে রে পাগল—তুই এলি কোত্থেকে—? আচ্ছা—আমি না হয় গিয়ে ফর্দ্দটা দিয়ে আসি—তুই উঠে একটু চা খা দেখি—ঝিকে ব'লে গেলাম—

(প্রস্থান)

রাজেন। উঃ—যথার্থ ঠিক জানতাম—এই দাঁড়াবে! সেই বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলায় কর্ত্তা আর একটা ইস্কুলের কথা যথার্থ যেই পাড়লেন, তখনি বুঝলাম যথার্থ আমার সব গেল। এইবার যথার্থ হারালাম আমার চপলাকে—উঃ যথার্থ গ্র্যাজুয়েট না হ'য়ে—আমার মুখের গ্রাস—যথার্থ সেই ছোটকাল থেকে তো তো করে যথার্থ তা দিচ্ছি—কে—?

(চপলার প্রবেশ)

চপলা। রাজুদা—ঘরে আছেন? ওমাঃ, এই সময়ে এমন করে বসে, যেন কন্যাদায়!

রাজেন। কে চপলা—? যাকে খুজচ?

চপলা। না রাজুদাকে—আছেন তিনি! (হাসি)

রাজেন। উঃ—যথার্থ সেই হাসি—আহা!—না রাজুদা মরেছে! আজ কেন তাকে যথার্থ?—মাষ্টার বুঝি বাড়ী নেই?

চপলা। (আলোটা একটু বেশী করে' দিল—রাজেনের পাশে বসে তার হাতখানা তুলে নিয়ে) ছিঃ—রাজুদা—আমার ওপর আপনি রাগ করতে পারেন—মেয়েদের ইচ্ছেতে তাদের বিয়ে বাংলাদেশে হয় না—তাতো জানেন? আর অরু—? সে তো আমিই—একসঙ্গে উঠেছি বসেছি—কচুর শাক কাটা—ওলের ডাল্‌না রাঁধা—আমরা হরিহর আত্মা—সে আপনাকে খুব ভালবাসে—

রাজেন। যথার্থ যেন কচুর শাক—না? তার ভালবাসা তো যথার্থ চাইনি—যার চেষ্টায়, সে যথার্থ গ্র্যাজুয়েটের মোহে পড়লো—মেয়েজাত যথার্থ এতো নামের কাঙ্গাল—আর পেছন পেছন এতোদিন, মোক্তারী-টোক্তারী ছেড়ে দিন-রাত ফাইল বগলে—সে কী যথার্থ ওই কচুর শাক অরুর জন্যে—? তুমি যথার্থ ফিরেও তাকালে না—শেষে জুটিয়ে দিলে একটা যথার্থ ওলের ডাল্‌নাকে—? যা কুটতে কষ্ট—খেয়ে যথার্থ বাপ্‌রে বাপ্—from start to finish—যথার্থ জ্বালাতে জ্বালাতে যাবে। নাঃ—মেয়েকে বিয়ে আর করবো না! ওদের ওপর ঘৃণা হয়ে গেছে—যথার্থ ওর চেয়ে পাথরও ভাল—আঘাত দিলে একটু কেঁপে ওঠে! না চপল—তুমি যাও, তোমাকে দেখলে আবার যেন যথার্থ প্রাণটার মধ্যে কেমন চন্ চন্ করে ওঠে—এখন তুমি পরস্ত্রী—যথার্থ একেবারে out and out!

চপলা। (রাজেনের হাতটা বুকে চেপে) ছিঃ রাজুদা, একী

আমার কম দুঃখ—কী করবো,—বাবার মত, বোঝেন ত? আপনায় আমি সেই কবে থেকে—

রাজেন। কী যথার্থ? কবে থেকে কী—? ভালবাসা? যথার্থ একবার বলো যে তুমি আমায় ভালবাস—তাতেই খুসী। তারপর তুমি যার ইচ্ছে যথার্থ স্ত্রী হও—বল চপল—!

(তার হাত দু'খানা চেপে ধরলো)

চপলা। (রাজেনের বুকে মাথা রেখে) ওগো—সে কি আজ নতুন করে তোমায় বলতে হবে—এত দিনেও তুমি বুঝতে পারোনি? তুমি যে আমার—

রাজেন। ব্যস্—যথার্থ অল্ রাইট্! আর বলো না, লজ্জা পাবো—আমি এইটুকুই চাই। যথার্থ রাজেন বাড়রী বিয়ের কাঙ্গাল নয়—সে তোমার কাঙ্গাল। বলো—তুমি আমার—বলো? যথার্থ বুকের মধ্যে কী ভাষা শুনতে পাচ্ছ? ওটা পেনাল্ কোর্ড নয়, যথার্থ ওটা মানুষের—ওখানে মোক্তার, গ্র্যাজুয়েট কোন পার্থক্য নেই। মানুষ, কুকুর—সব একাকার। ও ভাষা রাজেন বাড়রী—"মুক্টিয়ার ইন্ দি কোর্ট অব্—" তার নয়—ওটা মানুষ রাজেনের! ওটা যথার্থ ইস্কুলে পড়ার কাল থেকেই মজুত—বলো তুমি আমার—আমি ইয়া বুকের ছাতি ফুলিয়ে চলি, চপলা আমার—বিয়ে যে ইচ্ছে করুক! বলো—

চপলা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আমি তোমারি। সে কী আজ থেকে—সেই যখন তোমার কাঁধে উঠে আম পাড়তাম—আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি—জানিনে যাও!

রাজেন। আচ্ছা যথার্থ আর বলতে হবে না—লজ্জা আমিও পাচ্ছি। এখন আমি অরুকে কেন, কচুর শাককেও—ওলের ডাল্‌নাকেও—

(দামোদরের প্রবেশ)

দামোদর। কী রাজু! কচুর শাক—ওলের ডাল্‌না—ও-সব কী হবে? কাল যাচ্ছ তো কোলকাতায়? নাতীর ওখানে চলো ফর্দ্দটা ঠিক করে নি।

রাজেন। (উঠে) আজ্ঞে এই—চপলকে ক্ষেপাচ্ছিলাম—যে তোর বিয়েতে ভোজ দেবো—কচুর শাক আর ওলের ডাল্‌না দিয়ে—(প্রণাম করে') তা দেখুন—যথার্থ আমি মেয়েজাতকেই বিয়ে করবো।

দামোদর। যাক্, বাঁচালে তুমি! চলো এখন—

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা

প্রসাদ ভট্টাচার্য্যর

দু'খানি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস

—বাস্তবের দু'পৃষ্ঠা—

বাস্তব জগতের নিখুঁত ও নগ্ন চিত্র! আপনার পারিপার্শ্বিক পৃথিবী কতো চরিত্রহীন দেখুন। তার পরিচয় সমাধান আনে।। বইখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যে ও দেশে তুমুল আলোচনা এনেছে!

বহুনিন্দিত ও উচ্চ প্রশংসিত।

—'যে ফুল না ফুটিতে'—

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস! চরিত্রহীন কালু ও শিলির অভিনব পরিণতি। প্রসাদ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-জগতে সম্পূর্ণ নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন! বইখানি বাংলা-সাহিত্যে বিক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য এনেছে!



—নাট্যনিকেতন—

পরিচালক—ক্যাল্‌কাটা থিয়েটার্স

প্রযোজক—শ্রীপ্রবোধ গুহ

সঙ্গীত শিক্ষক ও হারমোনিয়াম বাদক	শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য

রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীভূপেন দত্ত

আলোক-শিল্পী—সুধীর বসু ও শৈলেনবাবু

স্মারক—কালিবাবু ও মণিবাবু

—চরিত্র—

মানস—শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায় পরে শ্রীভূমেন রায়

দামোদর—শ্রীমণি ঘোষ

রাজেন—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী

অশেষ—শ্রীপ্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়

সুধীর—শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

হারু—শ্রীঅমূল্য হালদার

খট্‌মট্‌—পবিত্রবাবু

কানাই—শ্রীনিরাপদ শীল

ডাক্তার—শ্রীভুজঙ্গভূষণ দে

নীহারিকা—শ্রীমতী নীহারবালা

মানময়ী—শ্রীমতী চারুশীলা

চপলা—শ্রীমতী নিরুপমা

রাজুর মা—শ্রীমতী হেমন্তকুমারী

পুনশ্চ!

পুনরায় পুনশ্চের অবতারণা করছি, পুনশ্চ বা ভূমিকা লেখা কোন বইএর প্রথমে আমার নীতি-বিরুদ্ধ, কিন্তু তবুও আমাকে প্রায় লিখতে হয়। ভূমিকা বা পুনশ্চ লেখার ইঙ্গিত, আমার মনে হয় যে, যেন লেখক প্রথমেই শিক্ষক হ'য়ে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে চান। সেটা পাঠকের পথ-ভ্রান্তির আশঙ্কা দিতে পারে।

এই নাটক যখন লিখি তখন কোন বিশেষ রঙ্গালয়ের জন্য লিখিনি—লিখেছিলাম লেখার জন্য—প্রকাশকের জন্য। কিন্তু পরে এই নাটকখানি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়। এবং এই জন্য আমার শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা নাট্য-নিকেতনের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহের কাছে। নাটকখানি তাঁর খুব ভাল লাগে এবং তাঁরই ইচ্ছায় এর অভিনয় হয়। আমার আত্মীয়াধিক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এই অনুষ্ঠানের হোতা ও পুরোহিত। তাঁর সাহায্যেই এই নাটক আত্মপ্রকাশ করে নাট্যনিকেতনের পাদপ্রদীপের সম্মুখে। তাঁর ঋণ এই জীবনে শোধ করতে পারবো না। বন্ধুবর শ্রীশোহনলালের ঋণের কথা উল্লেখ করে' ঋণ আরো বেশী করতে চাই না।

যে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রী আমার কল্পনার জীবকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁরা আমার ভাবকে ভাষা দিয়েছেন, ভাষাকে মূর্ত্তি দিয়েছেন। এ আমার আশাতীত। প্রথম রাত্রেই যেদিন তাঁরা আমার ভাষা নিয়ে জনতাকে অভিনন্দন করলেন, সেই মুহূর্ত্তেই পাদপ্রদীপের নীচে বসে নীরবে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানিয়েছি,—আমার অন্তর নিংড়ান অভিনন্দন।

সুতরাং আমার এই নাটকের অসামান্য সাফল্যের জন্য দায়ী আমার ঐ উল্লিখিত বন্ধুরাই—আমি নই। সমগ্র বাংলার, ভারতের ও ব্রহ্মের বাঙ্গালীর কাছে আমার নাটক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পেয়েছে—এই জন্য আমি আশাতীত আনন্দ পেয়েছি। লেখকের এইটুকুই পাথেয়। আমার সাহিত্য-জীবনের এই প্রথম নাটকের এই অসামান্য সাফল্যের যিনি উৎস, আজ তাঁর কথা অশ্রুভারা-ক্রান্ত কণ্ঠে স্মরণ করছি।

প্র. ভ.

ভারতব্যাপী অগণন উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্রের মাত্র কয়েকটি প্রকাশিত করিলাম—সবগুলি শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইবে।—ইতি প্রকাশক।

—— * ——

গত শনিবার নাট্যনিকেতনে শ্রীযুক্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের মানময়ী বয়েজ স্কুলের উদ্বোধন হইয়াছে। মানময়ী গার্লস্ স্কুলের পরের ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। * * * অভিনয় খুব উপভোগ্য ও হাসির হইয়াছে। অবশ্য লেখকও কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন। —আনন্দবাজার—

শ্রীযুক্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নূতন নাটক 'মানময়ী বয়েজ স্কুল' নাট্যনিকেতনে দেখান হইতেছে। * * গল্প এই প্রহসনে খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। আখ্যানভাগ বেশ ভাল এবং হাস্যরসপূর্ণ। —দেশ—

* * * —লেখকের শক্তি আছে। এই বয়েজ স্কুল দেখে লোকে হেসেছেন খুব প্রাণ খুলে—। * * * এবং সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই তিন অঙ্কের নাটিকার টিম্ ওয়ার্ক ভাল হয়েছে। —সোণার বাংলা—

নাট্যনিকেতনে 'মানময়ী বয়েজ স্কুল' খোলা হবে দেখে নাটকখানি দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম। * * * —একথা আমরা স্বীকার করবো প্রসাদবাবুর লেখায় হাত আছে, গতি আছে। —খেয়ালী—

স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুলের প্রধান প্রধান সব চরিত্র এনে নতুন সিচুয়েসনে নতুন রূপ দিয়ে জমিয়ে তোলা বড় সহজ কাজ নয়। লেখক (প্রসাদবাবু) এই শক্ত কাজেও সফল হয়েছেন। লোক হেসে গড়িয়ে পড়লেই এই সব নাটকে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। 'মানময়ী বয়েজ স্কুল' এই দিক দিয়ে সফল হয়েছে। হাসির প্রচুর উপাদান সামনে ধরে দর্শকদের খুসী করেছে। যাঁরা অভিনয় দেখতে গিয়ে কাঁদতে প্রস্তুত নন, তাঁরা মানময়ী বয়েজ স্কুল দেখে নিশ্চিতই খুসী হ'য়ে ফিরবেন। —ঘরে-বাইরে—

প্রহসন উপভোগ্য। * * * নাট্যপ্রিয়গণের ইহা সুন্দর খোরাক।—কুরুক্ষেত্র—

নাট্যকার প্রশংসা দাবী করেন—। * * * সেটি হচ্ছে বিষয়বস্তুর বাঁধুনি। —বাতায়ন—

লোকে হেসেছেন—সত্যিকারের রসের আস্বাদনও পাওয়া গেছে। রাজুর ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী চমৎকার অভিনয় করেছেন। নীহারবালা ভাল অভিনয় করেছেন ও গেয়েছেন শ্রুতিমধুর ভাবে। —স্বদেশ—

নাট্যনিকেতনে 'মানময়ী বয়েজ স্কুল' অভিনীত হচ্ছে। অভিনয় উৎরে গেছে বেশ। ভালো অভিনয় করে দর্শকদের খুসী করেছেন। সুখবর সন্দেহ নেই। —নাচঘর—